CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-256 ■ 17 June, 2026 ■ আগরতলা ১৭ জুন, ২০২৬ ইং ■ ২ আশাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে ভিলেজ ভোটে একদশকের প্রতীক্ষার অবসান

সুপ্রিমের নির্দেশে ২৭ সেপ্টেম্বর এক দফায় নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।। দীর্ঘ এক দশকের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি)-এর অধীন ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচন আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর এক দফায় অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার এই মর্মে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে এবং কোনওভাবেই নির্বাচনী সূচি আর বাড়ানো যাবে না।

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি বিপুল এম. পাঞ্চোলির ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ জারি করে। শুনানিকালে ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন (এসইসি) আদালতকে জানায় যে তারা এক দফায় সমগ্র নির্বাচন সম্পন্ন করতে সক্ষম। কমিশনের পক্ষে উপস্থিত অ্যাটর্নি জেনারেল আর. ভেঙ্কটরামানি বলেন, এক দফায় ভোট হলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা সম্ভব হবে এবং অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর প্রয়োজন হবে না। স্থানীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যথেষ্ট।

ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তিনি আদালতকে জানান, সেপ্টেম্বর নাগাদ পরিস্থিতি আরও অনুকূল হবে এবং এক দফায় নির্বাচন আয়োজন করাই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা। আদালতও এই যুক্তির সঙ্গে একমত পোষণ করে।

প্রস্তাবিত নির্বাচনী সূচি অনুযায়ী, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বরের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।। ভিলেজ কমিটির সাধারণ নির্বাচন ২০২৬ এর জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যের ৫৮ টি ব্লকে মোট ভোটার রয়েছেন ৯৬১৭৬০ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার ৪৭৯৮৪৫ জন এবং পুরুষ ভোটার ৪৮১৯০৯ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৬ জন। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

যুব কংগ্রেসের আন্দোলনে লাঠিচার্জ

সিআরপিএফ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ডিআইজির কাছে নালিশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।। নিট সংক্রান্ত ইস্যুতে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে লাঠিচার্জ এবং মহিলা কর্মীদের উদ্দেশে অশালীন ভাষা ব্যবহারের অভিযোগে সিআরপিএফের এক সহকারী কমান্ড্যান্টের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আজ সিআরপিএফের ডিআইজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করল ত্রিপুরা কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল।

সোমবার আগরতলায় ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস নিট সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন সিআরপিএফ বাহিনী আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন যুব কংগ্রেস কর্মী আহত হন। একই সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সিআরপিএফের সহকারী কমান্ড্যান্ট রাম কুমার নামে এক আধিকারিক আন্দোলনকারী যুব কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে আপত্তিকর ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করছেন।

এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল শালবাগানস্থিত সিআরপিএফ সদর দফতরে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জি ৭ সম্মেলনে

আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বে বিশ্বাসে জোর প্রধানমন্ত্রীর

এভিয়ান (ফ্রান্স), ১৬ জুন (আইএএনএস) ।। আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 'বিশ্বাস'-এর গুরুত্বের ওপর জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার ফ্রান্সের এভিয়ানে অনুষ্ঠিত জি৭ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারত সবসময় 'মানবতাই প্রথম' নীতি অনুসরণ করেছে এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশ্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

'নতুন অংশীদারিত্ব গঠন এবং আন্তর্জাতিক সংহতি পুনর্গঠন' শীর্ষক আউটরিচ সেশনে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্রমবর্ধমানভাবে আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তি হওয়া উচিত পারস্পরিক আস্থা ও সমতা।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন যে বিশ্বকে অনুদানদাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে সংহতি ও সমতার ভিত্তিতে অংশীদারিত্বের দিকে এগোতে হবে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ভারতের 'মানবতাই প্রথম' দৃষ্টিভঙ্গি আন্তর্জাতিক সৌর জোট (ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স), দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো জোট (সিডিআরআই), গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্স, মিশন লাইফ এবং 'এক পেড় মা কে নাম' উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পর্কে ভারতের ভাবনা 'বসুধৈব কুটুম্বকম' দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যার অর্থ 'সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার'।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশ্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত তার অঙ্গীকার অটুট রাখবে।

এর আগে, জি৭ সম্মেলনে অংশ নিতে এভিয়ানে পৌঁছালে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ প্রধানমন্ত্রী মোদিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। আউটরিচ সেশনের আগে দুই নেতা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ওই অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ জি৭ গোষ্ঠীর অন্যান্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী মোদি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। দুই নেতা করমর্দন করেন এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

বুধবার মোদি ও ট্রাম্পের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সম্মেলনের ফাঁকে মোদি-ট্রাম্পের বৈঠক

এভিয়ান (ফ্রান্স), ১৬ জুন ।। ফ্রান্সের এভিয়ানে অনুষ্ঠিত জি৭ সম্মেলনের আউটরিচ সেশনের ফাঁকে মঙ্গলবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাক্ষাৎ করেন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

'নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক সংহতি পুনর্গঠন' শীর্ষক জি৭ কর্ম-অধিবেশনের আগে দুই নেতা করমর্দন করেন এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এই অধিবেশনে জি৭ সদস্য দেশগুলির পাশাপাশি অংশীদার দেশ, বিশ্বব্যাংক এবং আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। বুধবার প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। ওই বৈঠকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), বিনিয়োগ অংশীদারিত্ব এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

গত বছরের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর এটি হবে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, জি৭ নেতৃবৃন্দ, অংশীদার দেশগুলির প্রতিনিধি এবং প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কর্মভোজে যোগ দেওয়ার আগে দুই ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পুকুরে উদ্ধার বৃদ্ধের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৬ জুন।। খোয়াই থানাধীন তবলাবাড়ি এলাকায় নিজের বাড়ির পুকুর থেকে এক বৃদ্ধের ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, মৃত বৃদ্ধ গতকাল সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তার মেয়ে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

উন্নয়ন কাজে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।। রাজ্যবাসীর আর্থ সামাজিক অবস্থার মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের কল্যাণে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ কমলপুরের হালাহালি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবন সহ ধলাই জেলার ১৫টি প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে আমবাসা ডিগ্রি কলেজের সংস্কার, কমলপুর ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবন,

সালেমা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি নির্মাণ, দুটি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, একটি বক্স কালভার্ট, তিনটি সিসি রোড, একটি পেভার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে ড্রেন থেকে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ জুন ।। গোমতী জেলার উদয়পুরের রাজারবাগ সুকান্তপল্লী এলাকায় একটি ড্রেন থেকে এক বৃদ্ধা মহিলার নিথর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতার নাম রানুবালা সাহা (৭০)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে এলাকার বাসিন্দারা জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাওয়া একটি ড্রেনের মধ্যে এক মহিলার দেহ পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা নির্মাণে বাধা, উত্তেজনা দক্ষিণ ইন্দ্রনগরে ঃ ঘটনাস্থলে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।। দক্ষিণ ইন্দ্রনগরের সূর্যসেন রোড সংলগ্ন একটি গলির রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, সীমা সরকার দাস নামে এক মহিলা বারবার রাস্তা নির্মাণের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন, যার ফলে দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হচ্ছে না।জানা গেছে, বিধায়ক তহবিলের অর্থে ওই রাস্তার নির্মাণকাজ চলছিল। অভিযোগ, এর আগেও দু"বার রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হলে সংশ্লিষ্ট মহিলা বাধা দেন এবং নির্মিত অংশ ভেঙে দেন। মঙ্গলবারও একই ধরনের ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান বিধায়ক। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

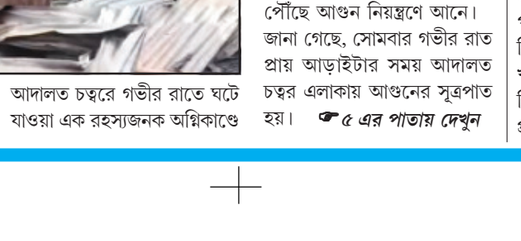

এলাকাবাসীর দাবি, একজনের আপত্তির কারণে এলাকার বহু মানুষ উন্নত রাস্তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে রাস্তার কাজ সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন তারা। ঘটনার খবর পেয়ে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, পুলিশ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যকর কোনও পদক্ষেপ না নিয়েই ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এ নিয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও অভিযুক্ত মহিলা বা পুলিশের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং রাস্তা নির্মাণে বাধা সৃষ্টির অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

জনগণের কল্যাণে ধারাবাহিক ভাবে কাজ করছে সরকার ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। ভারত ইতিমধ্যেই বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে রাজ্য সরকারও জনগণের কল্যাণে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। মোহনপুর পুর পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী পুরসভাভিত্তিক জনকল্যাণ শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ এই কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রাজ্যের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সাধারণ মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৫৬ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ১.০৮ লক্ষ মহিলা 'লাখপতি দিদি' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সমাজের চারটি প্রধান শ্রেণিনারী, যুব, কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গঠনের লক্ষ্য সামনে রেখে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচন তিপ্রাসাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।। দীর্ঘ এক দশক ধরে টিটিএএডিসি-এর অধীনে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন না হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নির্বাচনে হার-জিত থাকবেই, তবে ভিসি নির্বাচন কোনো রাজনৈতিক দলের বিষয় ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর আদালত চত্বরে বহু দোকান ও ক্লাবঘর আগুনে পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন ।। রাজধানী আগরতলার আদালত চত্বরে গভীর রাতে ঘটে যাওয়া এক রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে একাধিক দোকানপাট এবং একটি ক্লাব সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘটনায় ব্যাপক আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকলবাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

জানা গেছে, সোমবার গভীর রাত প্রায় আড়াইটার সময় আদালত চত্বর এলাকায় আগুনের সূত্রপাত হয়। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা-অসমের মধ্যে বৈদ্যুতিন ট্রেন পরিষেবা শীঘ্রই

আগরতলা/গুয়াহাটি, ১৬ জুন (আইএএনএস)।। ত্রিপুরা ও অসমের মধ্যে দ্রুত বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবা চালু করতে উদ্যোগ জোরদার করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল (এনএফআর)। রেল সূত্রে জানা গেছে, নিয়মিত পরিষেবা শুরুর আগে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে একাধিক ইলেকট্রিক মেমু (মেইনলাইন ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট) ট্রেন চালানো হচ্ছে।

এনএফআরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, আগরতলা থেকে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর, দক্ষিণ ত্রিপুরার সাবরুম এবং দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জের মধ্যে বর্তমানে ছয় থেকে আট কোচের বৈদ্যুতিক মেমু ট্রেন পরীক্ষামূলকভাবে চলাচল করছে। এই ট্রায়াল চলাকালীন নবনির্মিত বিদ্যুতায়ন পরিকাঠামোর কার্যকারিতা এবং সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত ত্রুটিগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তিনি বলেন, "পরীক্ষামূলক চলাচলের সময় ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইনের প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সন্তোষজনক রিপোর্ট পাওয়ার পর নিয়মিত বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবা চালুর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

এদিকে, ত্রিপুরার বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ এর আগে ঘোষণা করেছিলেন যে, ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড (টিএসইসিএল) রাজ্যের ২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথে শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পূর্ণ করেছে।

মন্ত্রী জানান, ১৯৬৪ সালে প্রথম ট্রেন ধর্মনগরে পৌঁছেছিল। পরে ২০০৮ সালে আগরতলা রেলপথে যুক্ত হয় এবং ২০১৯ সালে রেল সংযোগ সম্প্রসারিত হয়ে সাবরুম পর্যন্ত পৌঁছায়।

রতন লাল নাথ বলেন, "২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব গ্রহণের পর ত্রিপুরায় ব্রডগেজ রূপান্তর প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়। এর আগে এখানে মিটারগেজ লাইন ছিল। আগরতলা-আখাউড়া আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ প্রকল্পও ২০২৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়ন এবং অগ্রগতির গতি বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

বর্তমানে ত্রিপুরা-অসম সীমান্তের চুরাইবাড়ি থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিকটবর্তী সাবরুম পর্যন্ত ২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রডগেজ রেল নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। মন্ত্রীর দাবি, সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজ মাত্র সাত বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রের 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প'-এর আওতায় ত্রিপুরার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 17-06-2026, 00:56

জাগরণ
আগরতলা ১৭ জুন, ২০২৬ ইং
২ আষাঢ়, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বেকারত্বের হার বাড়িয়াছে

মে ২০২৬-এ ভারতের সামগ্রিক বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাইয়া ৫.৫ হইয়াছে, যাহা গত ১১ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছে।কেন্দ্রীয় সরকারের 'পর্যায়ক্রমিক শ্রমশক্তি সমীক্ষা' অনুযায়ী, আগের মাস অর্থাৎ এপ্রিল ২০২৬-এ এই হার ছিল ৫.২। মে মাসে মূলত গ্রামীণ অর্থনীতিতে মন্থরতার কারণে বেকারত্বের গ্রাফ ওপরের দিকে উঠিয়াছে।এপ্রিলের ৪.৬ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ি য়া মে মাসে গ্রামীণ বেকারত্বের হার দাঁড়াইয়াছে ৫.১-এ।গ্রামীণ অঞ্চলের বিপরীত চিত্র দেখা গেছে শহরে। শহুরে বেকারত্ব এপ্রিলের ৬.৬ থেকে সামান্য কমিয়া ৬.৪ হইয়াছে। মে মাসে শহরাঞ্চলে নারীদের বেকারত্বের হার ছিল ৮.২ (পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫.৯)। অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় নারীদের বেকারত্বের হার পুরুষের (৫.২) চেয়ে কিছুটা কম, মাত্র ৪.৭।মে মাসে ১৫ বছর বা তাহার বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার এপ্রিলের ৫৫ থেকে কিছুটা কমিয়া ৫৪.৪ হইয়াছে।অর্থনীতিবিদদের মতে, মে মাসে মূলত মৌসুমী কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা শ্লথ থাকায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই সাময়িক চাপ তৈরি হইয়াছে।

উদ্বেগ বাড়াইয়া মোদির ভারতে ফের বাড়িল বেকারত্বের হার। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মে মাসে দেশের বেকারত্বের হার ছিল ৫.৫ শতাংশ। গত ১১ মাসে সর্বাধিক। এপ্রিলের পরিসংখ্যানে এই হার ছিল ৫.২ শতাংশ। সমীক্ষা বলিতেছে, মূলত গ্রামীণ ক্ষেত্রে ধাক্কা খাইয়াছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। এর জেরেই মে মাসে মাথা তুলিয়াছে বেকারত্বের হার। শহরেও বেকারত্বের হার এপ্রিলের ৪.৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়া হইয়াছে ৫.১ শতাংশ।পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে ভারতেও যে জ্বালানি সংকট তৈরি হইয়াছিল, তাহাতে দেশজুড়িয়া বন্ধ হইয়াছে একের পর এক কারখানা। ফলে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। সেইসঙ্গে ছিল পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের ভোট। এই প্রেক্ষাপট অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানে ধাক্কা দিয়াছে। জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের যে রিপোর্ট সামনে আনিয়াছে, তাহাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে বেকারত্বের এই সংকট। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও মে মাসে কাজের চাহিদা আগের মাসের তুলনায় ২ শতাংশ কমিয়াছে। অথচ, দেশের অন্যতম বড়ো সংগঠিত কর্মসংস্থানের কেন্দ্রই হইল তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্র। অর্থাৎ, শুধু অসংগঠিত নয়, ধাক্কা খাইয়াছে সংগঠিত সেক্টরও। সেই আঘাত সবচেয়ে বেশি পড়িয়াছে পুরুষদের উপর। পিএলএফএসের রিপোর্ট বলিতেছে, গ্রামাঞ্চলে পুরুষ বেকারত্বের হার এপ্রিলের ৪.৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়া হইয়াছে ৫.২ শতাংশ।শহরাঞ্চলে তাহা অপরিবর্তিত৫.৯ শতাংশ। সেই গ্রাফ নীচের দিকে যাওয়া থেকে কিছুটা বাঁচাইয়াছেন মহিলারা। শহরে মহিলাদের বেকারত্বের হার ৮.৫ শতাংশ থেকে কমিয়া হইয়াছে ৮.২ শতাংশ। সেও এক বছরে সর্বাধিক। গ্রামীণ এলাকায় অবশ্য তা সামান্য বাড়িয়াছে। ৫.৪ থেকে ৫.৬ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই 'সংযত' জীবনযাপনের দিকে জোর দিয়া রাখিয়াছেন। জ্বালানির দাম বৃদ্ধি এবং কার্যত 'সংকটজনক' পরিস্থিতিতে ধাক্কা খাইয়াছে ছোটোখাটো উৎপাদন ক্ষেত্রও। ফলে যে শ্রমজীবী মানুষরা এই সেক্টরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, তাহারা কাজ হারাইয়াছে। এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, এমন যুদ্ধ পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হইবে? এবং তারপরও কি সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের হাল ফিরিবে? না ফিরিলে কিন্তু বেকার সংখ্যা দেশে বাড়িবেই।

গোমতী ডেয়ারি পরিদর্শনে রাজ্যপাল, দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান

আগরতলা, ১৬ জুনঃ বিশ্বজুড়ে দুধ উৎপাদনে এক নতুন বিপ্লব ঘটছে এবং সেই প্রক্রিয়ায় ডেয়ারি শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। সোমবার আগরতলার ইন্দ্রনগরে অবস্থিত গোমতী ডেয়ারি পরিদর্শনকালে তিনি এই কথা বলেন।

রাজ্যপাল বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে গোপালন ও দুধ উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার গোপালকদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদের আর্থিক ও সামাজিক মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে একটি নতুন অত্যাধুনিক দুধ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ ত্রিপুরায় দুধের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সেই চাহিদা পূরণ করতে হলে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

পরিদর্শনকালে রাজ্যপাল গোপালক ও সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গোমতী ডেয়ারির চেয়ারম্যান রতন ঘোষ, ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) অনিমেষ দে-সহ ডেয়ারির অন্যান্য আধিকারিকরা।

বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার, সীমান্ত নজরদারি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

আগরতলা, ১৬ জুন: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন চন্ডীপুর বিধানসভার সমরুরমুখ এলাকার গভীর জঙ্গল থেকে ২৫ বস্তা বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় নতুন করে প্রশ্নের মুখে পড়েছে সীমান্ত নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা। সীমান্তবর্তী এলাকায় কীভাবে এত বড় চালান পৌঁছে গেল, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র জল্পনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানরা যৌথভাবে সমরুরমুখ এলাকায় অভিযান চালায়। দীর্ঘ তল্লাশি অভিযানের পর সীমান্ত সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত জঙ্গল থেকে ২৫ বস্তা বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সিগারেটগুলির বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

ঘটনার পর থেকেই এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে নানা প্রশ্ন। বিশেষ করে চিনিবাগান পুলিশ নাকা পয়েন্ট অতিক্রম করে কীভাবে এই বিপুল পরিমাণ অবৈধ পণ্য সীমান্তবর্তী এলাকায় পৌঁছল, তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা চলছে। অনেকের মতে, সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান রুখতে প্রশাসনের নজরদারি আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

অভিযান চলাকালীন কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতির খবর পেয়ে চোরাকারবারিরা আগেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। উদ্ধার হওয়া সিগারেটগুলো বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই চোরাচালান চক্রের সঙ্গে কারা জড়িত এবং কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এই বিপুল পরিমাণ বার্মিজ সিগারেট দেশে প্রবেশ করেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা।

এদিকে, সীমান্তবর্তী এলাকায় বারবার চোরাচালানের ঘটনা সামনে আসায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি, সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও কঠোর করা হলে এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।

বন্দেমাতরম: শতবর্ষ পেরিয়ে জাতির আত্মিক সঞ্জীবনী

(সুনীল মাইতি (সাংবাদিক- প্রাবন্ধিক)

ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে 'বন্দেমাতরম' কোন সাধারণ ধ্বনি ছিল না; এটি ছিল একটি মন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'আনন্দমঠ' -এ অন্তর্ভুক্ত এই গানটি যখন ভারতীয় জাতীয় সংগীতের (National Song) মর্যাদায় শতবর্ষ অতিক্রম করেছে; তখনও এর প্রাসঙ্গিকতা বিন্দু মাত্র ম্লান হয়নি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যদি কোন শব্দ সমষ্টি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত আপামর জনতাকে একই সূত্রে গেঁথে থাকে; তবে তা হল 'বন্দেমাতরম'। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলমে ১৮৭০ এর দশকে সৃজিত এই গানটি ১৯৫০ সালের ২৪ শে জানুয়ারি ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। আজ এই স্বীকৃতির শতবর্ষ পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আমরা যখন আধুনিক ভারতের অগ্রগতির দিকে তাকাই; তখন এই মহামন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাব নতুন করে আলোচনার দাবি রাখে। কারণ এই গানটি কোন সাধারণ স্তোত্র নয়; এটি ছিল পরাধীন ভারতের ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার এক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নিনাদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনী ও 'আনন্দমঠ': ১৮৭৫ সালের পঁচাত্তরোদ্ধ কোনো এক সন্ধ্যায় চুঁচুড়ার গঙ্গার ঘাটে বসে বঙ্কিমচন্দ্র এই গানের প্রথম কয়েকটি রচনা করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। ১৮৮২ সালে যখন 'আনন্দমঠ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়; তখন এই গানটি তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়

বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎবাণী: বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীকারদের মতে; গানটি রচনার পর যখন তার কন্যা এর সমালোচনা করেছিলেন; তখন ঋষি বঙ্কিম বলেছিলেন "আজ তুই এর মর্ম বুঝবি না; কিন্তু আজ থেকে২০-৩০ বছর পর এই গানটি গেয়েই ভারতীয়রা একদিন দেশ মাতাল করে তুলবে।" ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক বিবর্তন ও অলৌকিক প্রভাব : ১৮৭৫ সালের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই গানটি রচনা করেন; তখন তিনি সম্ভবত ভাবেননি যে এর প্রতিটি ছত্রে লুকিয়ে আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভীত নাড়িয়ে দেওয়ার শক্তি। ১৮৮২ সালে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর গানটি জনপ্রিয়তা পায়। ১৮৯৬ সালে কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এই গানে সুরারোপ করে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় 'বন্দে মাতরম' হয়ে ওঠে অখণ্ড বাংলার প্রতিবাদে ভাষা। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এই গানে সুরারোপ করেন গিয়েছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ একে 'জাতীয়তাবাদের পবিত্র মন্ত্র' বলে অভিহিত করেছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ আরো বলেছিলেন- "বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে সাহিত্যিক এবং এক নতুন ধর্মের প্রবর্তক.. যে ধর্মের নাম দেশপ্রেম।" ১৯০৭ সালে মাদাম ভিকাজি রুস্তম কামা যখন জার্মানির স্টুটগার্টে প্রথম ভারতের তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেন; সেই পতাকার মাঝখানে দেবনাগরী হরফে খোদাই করা ছিল এই 'বন্দেমাতরম' শব্দটি।

তথ্যের নিরিখে 'বন্দেমাতরম'

এই মহা গীতিটির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে নিচের তথ্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ: বিষয় বিবরণ (১৮৭৫- ১৮৭৬ নাগাদ রচিত) প্রথম রাজনৈতিক মঞ্চ ১৮৯৬; ভারতীয় ,জাতীয় কংগ্রেসের ,কলকাতা অধিবেশন ইংরেজি অনুবাদ। ১৯০৯ সালে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ ,(Mother— I bow toThee সাংবিধানিক মর্যাদা ২৪ শে জানুয়ারি; ১৯৫০, (ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ,ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ , কর্তৃক ঘোষিত) মর্যাদা। 'জনগণমন'র- সমতুল্য সম্মান ও মর্যাদা সম্পন্ন। অগ্নিযুগের অগ্নি মন্ত্র: বিপ্লবীদের জীবন ও আত্মোৎসর্গ 'বন্দে মাতরম' কেবল একটি স্লোগান ছিল না; এটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া এক রনধ্বনী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবীদের কাছে এটি ছিল পবিত্র জপমালার মত। ১. শহীদ ক্ষুদিরাম বসু: ফাঁসির মঞ্চে অমর ধ্বনি ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট; মুজফফরপুর কারাগারে মাত্র ১৮ বছর বয়সী ক্ষুদিরাম বসু যখন ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন; তার মুখে ছিল এক চিলতে হাসি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে; ফাঁসি কাষ্ঠে ওঠার মুহূর্তে তার শেষ অস্ফুট উচ্চারণ ছিল "বন্দে মাতরম"! তাঁর সেই আত্মত্যাগ সারা বাংলার ঘরে ঘরে 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানের মাধ্যমে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। ২. মাস্টারদা সূর্যসেন: মৃত্যুর আগে শেষ বার্তা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক মাস্টারদা সূর্যসেন ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি ফাঁসির দড়ি পরার ঠিক আগে তার অনুগামীদের উদ্দেশ্যে এক চিরকুট লিখে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন : "আমার শেষ বাণী— আদর্শ ও একতা। ফাঁসির দড়ি আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় কড়া নারছে এই সাধনার দিনটিতে তোমাদের আমি কি দিয়ে যাব? কেবল একটি জিনিসই আমার সম্বলতাহলে আমার স্বপ্ন।একটি সোনালী স্বপ্ন; স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। বন্দেমাতরম! এগিয়ে চলো; কখনো পিছিয়ে যেও না।" ৩. বাঘাযতীন: বুড়ি বালামের তীরে শেষ লড়াই ১৯১৫ সালে বালেশ্বরের বুড়িবালাম নদীর তীরে পরিখার যুদ্ধে মারাত্মক আহত হয়ে যখন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) হাসপাতালের শায়িত; তখন তার জীবনের শেষ কথাগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল দেশের মুক্তি। তিনি বলতেন "আমরা মরব; জাতি জাগবে।" তার পুরো বিপ্লবী জীবনের মূল চালিকাশক্তি ছিল আনন্দমঠের সেই অমোঘ মন্ত্র—বন্দে মাতরম! ৪. মাদাম কামা: বিদেশের মাটিতে দীপ্ত ঘোষণা ১৯০৭ সালে স্টুট গার্টে প্রথম তেরঙ্গা পতাকা উড়ানোর সময় মাদাম ভিকাজি রুস্তম কামা সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: "দেখুন এই সেই পতাকা যার জন্য ভারতের হাজার হাজার তরুণ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাই;আপনারা উঠে দাঁড়ান এবং ভারতের স্বাধীনতার এই প্রতীককে অভিবাদন জানান।বন্দেমাতরম!" কেন এই উদ্ধৃতি গুলি আজও গুরুত্বপূর্ণ? এই বিপ্লবীদের জীবন থেকে বোঝা যায় যে 'বন্দেমাতরম' কোন সংকীর্ণ ধর্মীয় বা রাজনৈতিক স্লোগান ছিল না। এটি ছিল ১. নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম: নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে দেশের জন্য আত্মাহুতির অনুপ্রেরণা। ২. অদম্য সাহস: ব্রিটিশদের অমানবিক অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়েও মাথা নত না করার সাহস। ৩. একাত্মবোধ: জাতি -ধর্ম- নির্বিশেষে সমস্ত বিপ্লবীর অভিন্ন পরিচয়। আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা: পরিবেশ ও দেশাত্মবোধ বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বন্দেমাতরমের ব্যাপ্তি আরোও বিস্তৃত হয়েছে। একে কেবল রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে দেখলে এর মূল সুরটি অধরাই থেকে যাবে। ১. প্রকৃতি ও বাস্তুসংস্থান: গানে বর্ণিত 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম শস্যশ্যামলাং মাতরম'-- এই পঙক্তিগুলি আজ পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক। দেশ মানে কেবল মানচিত্র নয়; দেশ মানে তার জল;মাটি এবং বনজ সম্পদ। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে এই গানটি আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার শপথ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। ২. নারী শক্তির জাগরণ: বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে 'মা' হিসেবে কল্পনা করেছিলেন। যে যুগে নারীরা অন্দরমহলে বন্দী ছিল; সেই যুগে দেশকে দুর্গা বা লক্ষ্মী রূপে কল্পনা করে তিনি নারী শক্তির এক অসীম তেজ তুলে ধরেছিলেন। আজকের দিনে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লড়াইয়ে এই দর্শন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

৩. সাংস্কৃতিক সংহতি: এই গানটি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার এক অনন্য মিশ্রণ। এটি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক জাতীয়তাবাদের সেতুবন্ধন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের বিষ্ণুপুর ঘরানা থেকে আধুনিক পপ সংগীত— সর্বত্রই এই গানের সুর ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বার্তা প্রচার করে।

শিল্পের আধারে বন্দেমাতরম - এই গানের প্রভাব কেবল রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'বঙ্গমাতা' (যা পরে 'ভারত মাতা' নামে পরিচিত হয়)।চিত্রটি ছিল এই গানের ই দৃশ্যরূপ। যদু ভট্ট থেকে শুরু করে; বিষ্ণু দিগম্বর পালুস্কর; ওঙ্কারনাথ ঠাকুর এবং আধুনিক যুগে লতা মঙ্গেশকর থেকে শুরু করে এ. আর. রহমানের "মা তুঝে সালাম"--- সর্বত্রই এই মূল মন্ত্রের নির্যাস থেকে জন্ম নিয়েছে। এমনকি অলিম্পিক থেকে মহাকাশ অভিযানে ভারতের সাফল্যের মুহূর্তেও এই ধ্বনিই দেশবাসীর মনে প্রথম সঞ্চারিত হয়। এক নজরে বিবর্তন ,সাল ঐতিহাসিক গুরুত্ব ,১৮৭৫। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক গানটি আংশিক রচিত হয়। ১৮৮২। 'নৈদাঘ" উপন্যাসের পরিবর্তে আনন্দমঠে গানটি স্থান পায়। ১৯০৫। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এটি রণধ্বনিতে পরিণত হয়। ১৯৫০। সংবিধান সভার সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ একে ন্যাশনাল সং" মর্যাদা দেন। 'বন্দে মাতরম' কোন নির্দিষ্ট দলের বা মতাদর্শের নয়; এটি প্রতিটি ভারতীয়র আত্মপরিচয়। শতবর্ষ পেরিয়ে এর প্রভাব আজ আরোও গভীর।এটি আমাদের শেখায় যে; দেশপ্রেম মানে কেবল সীমানা রক্ষা নয়; বরং দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসা। পরাধীনতার যুগে যা ছিল 'মুক্তি মন্ত্র'; ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে উঠেছে 'উন্নয়ন ও সংহতির মন্ত্র'।

তমলুক;
পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার- ৬২৯ ৫৩৩১০৭

আকাশ কি সবসময়ই নীল থাকবে?

ক্যাথরিন হিথউড

আকাশ তো নীলই হবে, এটি এমন একটি বিষয়, যা আমরা অনেকেই চিরন্তন বলেই ধরে নেই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস জুড়ে আকাশের রঙ নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে এবং বিজ্ঞানীরা বলছেন, আকাশের রং আবারও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তরাজ্যের রয়্যাল অবজারভেটরি গ্রিনউইচের বিজ্ঞানী ফিন বারেজের মতে, দিনের বেলা আকাশকে নীল দেখানোর পেছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, 'প্রথমত, সূর্য রয়েছে। সাধারণ সূর্যালোক সাদা, এতে রংধনুর সব রঙ যেমন, লাল, হলুদ, সবুজ এবং নীল রয়েছে।' দ্বিতীয় কারণটি হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপাদান।

বিজ্ঞানী বারেজের মতে, আকাশে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্পের মতো বিপুল পরিমাণ ক্ষুদ্র কণা রয়েছে, যা আলোকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অন্য বেশিরভাগ রঙের চেয়ে কম(ছোট), তাই এই রঙই বেশি ছড়িয়ে পড়ে এবং আকাশকে নীল রঙে ভরিয়ে দেয়। ১৮৭০ এর দশকে এই থিওরিটি আবিষ্কার করেন ব্রিটিশ পদার্থবিদ লর্ড রেইলি। তার সম্মানেই এই প্রক্রিয়াটিকে "রেইলি স্ক্যাটারিং বা রেইলি বিক্ষেপণ বলা হয়। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সূর্যালোককে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। কারণ সূর্য তখন দিগন্তের নিচে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে নীল আলো এতোটাই বেশি ছড়িয়ে পড়ে যে, তা আমাদের দৃষ্টিরেখা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। এর ফলে, লাল এবং কমলা রঙ, যা কি না কম ছড়িয়ে পড়ে, সেটি আমাদের চোখে এসে পৌঁছায় এবং সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

অন্যান্য গ্রহ

বিজ্ঞানী ফিন বারেজের মতে, পৃথিবীর উজ্জ্বল নীল আকাশ সৌরজগতে একটি অনন্য ঘটনা। যদিও বৃহস্পতির মতো কিছু গ্রহের উপরের স্তরে একটি হালকা নীল রঙের স্তর রয়েছে বলে মনে করা হয়। যেটি কিছুটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মতো, তবে এই রঙটি বেশি অস্পষ্ট। সূর্য্য থেকে আরো দূরে অবস্থিত বৃহস্পতি, পৃথিবীতে পৌঁছানো আলোর মাত্র চার শতাংশ পেয়ে থাকে।

বিজ্ঞানী বারেজ বলেন, 'তাই আপনি সেখানে পৃথিবীর মতো সুন্দর, পরিষ্কার নীল আকাশ পাবেন না।' অন্যদিকে, কিছু গ্রহে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মার্স বা মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল খুবই পাতলা, তাই সেখানে রেইলি স্ক্যাটারিং বা বিক্ষেপণ খুব একটা ঘটে না।

এর পরিবর্তে, সেখানকার প্রচুর ধূলিকণা, যেগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন অণুর চেয়ে আকারে বড়। এই ধূলিকণাগুলো আলোকে ভিন্নভাবে ছড়িয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াটিকে 'মে স্ক্যাটারিং বা বিক্ষেপণ' বলা হয়।

এর ফলে সেখানে লাল বা হলুদ আকাশের সাথে নীল রঙের সূর্যাস্ত দেখা যায়। এখন আমরা যে নীল আকাশ দেখছি এবং চিনি, সেটি এই গ্রহের দীর্ঘ ইতিহাসে তুলনামূলকভাবে একটি নতুন ঘটনা। যদিও অতীতের আকাশ কেমন ছিল সেটি নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় না থাকলেও, বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত গ্যাসের ওপর ভিত্তি করে সময়ের সাথে সাথে আকাশের রঙ পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে। প্রায় চার দশমিক পাঁচ বিলিয়ন(৪৫০ কোটি) বছর আগে যখন পৃথিবী গঠিত হয়েছিল, তখন আকাশের উপরিভাগ মূলত গলিত ছিল। একটি থিওরি অনুযায়ী, পৃথিবীর প্রাথমিক বায়ুমণ্ডলটি মূলত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ড থেকে নির্গত গ্যাস, যেমন: কার্বন ডাই অক্সাইড ও নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত হয়েছিল, যার সাথে সামান্য পরিমাণে মিথেন এবং খুবই সামান্য অক্সিজেন ছিল। সময়ের সাথে সাথে, আদি ব্যাকটেরিয়ার আকারে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটে, যেটি বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে মিথেন যুক্ত করে। এই মিথেনের ওপর সূর্যালোক পড়ার ফলে এটি আরো জটিল জৈব যৌগে রূপান্তরিত হয়। যেটি আকাশে ধোঁয়াশার মতো একটি কমলা রঙের কুয়াশা তৈরি করেছিল। প্রায় দুই দশমিক চার বিলিয়ন(২৪০ কোটি) বছর আগে বড় ধরনের টার্নিং পয়েন্টটি আসে, যেটি 'গ্রেট অক্সিজেন ইভেন্ট বা মহাজাগতিক অক্সিজেন ঘটনার' সাথে মিলে যায়। যখন সায়ানো ব্যাকটেরিয়া নামক আদিম জীব ফটো-সিনথেসিস বা সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে সূর্যালোককে শক্তিতে রূপান্তর করে এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন নির্গত করে। ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন জমা হতে থাকে এবং মিথেনের কুয়াশা দূর করে দেয়।

বর্তমান সময়ের বায়ুমণ্ডল গঠিত হওয়ার সাথে সাথে আকাশ আজকের পরিচিত নীল রঙ ধারণ করে। আকাশের এই নীল রঙ কী থাকবে চিরকাল? অল্প কথায় বলা যায়, আকাশের এই নীল রঙ পরিবর্তিত হবে না। যদিও দূষণ, দাবানল, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং ধূলিঝড় সাময়িকভাবে আকাশের রঙ পরিবর্তন করতে পারে, তবে এই প্রভাবগুলো ক্ষণস্থায়ী। ১৮৮৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের পর, চোখ ধাঁধানো লাল সূর্যাস্ত এবং এমনকি সবুজ সূর্যাস্ত এবং 'ব্লু মুন বা নীল চাঁদ' দেখা গিয়েছিল। এই ঘটনাগুলো সম্ভবত বায়ুমণ্ডলে সালফেট এবং ছাইয়ের মতো কণার কারণে ঘটেছিল যেটি স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্নভাবে আলোকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। যুক্তরাজ্যের রিডিং ইউনিভার্সিটির মিটিওরোলোজি বা আবহাওয়া বিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ক্লেয়ার রাইডার বলেন, বায়ুমণ্ডলে থাকা কঠিন বা আধা-কঠিন কণাসহ বাতাসে ভেসে থাকা কণার(অ্যারোসল) সামগ্রিক প্রভাব তাদের আপেক্ষিক আকারের ওপর নির্ভর করে। তিনি বলেন, এই ভেসে থাকা কণাগুলো যদি সবগুলো প্রায় একই আকারের হয়, তাহলে আমরা খুব তীব্র রঙের প্রভাব দেখতে পাই, বিশেষ করে গোধূলির সময়। কারণ এই কণাগুলো একই রকম এবং সুবিন্যস্ত উপায়ে আলোর বিক্ষেপণকে বাড়িয়ে দেয়। সহযোগী অধ্যাপক রেইডার বলেন, 'যখন আপনার কাছে বিভিন্ন আকারের কণা থাকে, তখন প্রতিটি কণা তার আকারের ওপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং বিভিন্ন রঙের সৃষ্টি করে।' যদি এই প্রক্রিয়াগুলো একসাথে ঘটে, তাহলে এর সংমিশ্রণ 'সাদা বা বাদামী রঙের ধুলো' তৈরি করতে পারে। এই ঘটনাটি কখনো কখনো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ধূলিঝড় এবং বায়ু দূষণের সময় ঘটে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন ভবিষ্যতে আকাশের রঙকে কীভাবে প্রভাবিত করবে সেটি আমাদের ভাবা দরকার বলে উল্লেখ করেন তিনি।

সহযোগী অধ্যাপক রেইডার বলেন, 'তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে আমরা বায়ুমণ্ডলে আরো বেশি জলীয় বাষ্প যুক্ত করবো।' যার ফলে আর্দ্রতার কারণে কণাগুলো স্ফীত (বড়) হয়ে উঠতে পারে, তাদের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং আকাশের সাদাটে হয়ে যাওয়ার প্রভাবকে আরো তীব্র করে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, 'বিপরীতভাবে, ভবিষ্যতে যদি নির্গমন হ্রাস পায়, তাহলে আমরা আরো বেশি নীল আকাশ পেতে পারি।' কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের সময়ের মাপকাঠিতে এই সমস্ত পরিবর্তন খুব একটা লক্ষণীয় নয়। এক বিলিয়ন বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফিন বারেজের মতে, আকাশের রঙ স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হতে হলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপাদানে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে হবে। তিনি বলেন, 'যদি না আমরা চরম মাত্রায় দুর্ভাগা এবং কোনো বিশাল উল্কাপিণ্ড আমাদের আঘাত করে, যার সম্ভাবনা খুবই কম, তবে অদূর ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটছে না।' তিনি অনুমান করেন, নীল আকাশের যুগ শেষ হওয়ার আগে অন্তত আরো এক বিলিয়ন (১০০ কোটি) বছর বাকি আছে। যেহেতু সূর্যের বয়স বাড়ছে অর্থাৎ ধীরে ধীরে সূর্য উজ্জ্বল হচ্ছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী বারেজ বলেন, প্রায় এক বিলিয়ন বছরের মধ্যে সূর্য্য আজকের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি আলো বিকিরণ (ছড়াবে) করবে। তিনি বিশ্বাস করেন, 'এই প্রক্রিয়াটি পৃথিবীকে উত্তপ্ত করবে, বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড হারিয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত মহাসাগরগুলো ফুটতে শুরু করবে।' তার মতে, এই প্রক্রিয়াটি বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ছাড়তে পারে এবং এমনকি কিছুক্ষণের জন্য হলেও আকাশের নীল রঙকে আরো গাঢ় ও উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানী বারেজ বলেন, যদি ওই অক্সিজেন অদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলে আকাশ পরিবর্তিত হয়ে 'একটি সাদা, হলদেটে বায়ুমণ্ডলে পরিণত হবে, যা হবে অত্যন্ত উত্তপ্ত, অনেকটাই শুক্র গ্রহের মতো।' আরো সুদূর ভবিষ্যতে, এখন থেকে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন(৫০০ কোটি) বছর পর, সূর্য্যের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে এবং প্রসারিত হয়ে একটি "রেড জায়ান্ট বা লাল দানব" এ পরিণত হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী বারেজ বলেন,' পৃথিবীর বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনি প্রথম প্রধান উপাদানটি হারাবেন। আর সেটি হলো সূর্যের নীল আলো।' 'সূর্য যখন মরে যাবে এবং একটি অত্যন্ত বিশাল লাল তারা বা নক্ষত্রে পরিণত হবে, তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, সেটি একটি গাঢ় লাল রঙ ধারণ করবে' বলেন এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী। যুক্তরাজ্যের রয়্যাল অবজারভেটরি গ্রিনউইচের বিজ্ঞানী ফিন বারেজ বলেন, 'কিন্তু ততদিনে সেই দৃশ্য দেখার মতো কোনো প্রাণ অবশিষ্ট থাকবে না। আমি আশা করি, ততদিনে মানুষ অন্য কোথাও নতুন কোনো নীল আকাশের সন্ধানে নক্ষত্রগুলোর গভীরে চলে যাবে।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পুর নিগমের উদ্যোগে হাওড়া মার্কেট পুনঃনির্মাণের কাজ পরিদর্শনে মেয়র দীপক মজুমদার।

টেক্সাসে ভারতীয় পতাকা ছেঁড়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা ভারতীয়-মার্কিন আইনপ্রণেতাদের

ওয়াশিংটন, ১৬ জুন (আইএএনএস): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ফ্রিসকো সিটি হলের বাইরে অভিবাসন-সংক্রান্ত এক বিক্ষোভে ভারতীয় জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন মার্কিন কংগ্রেসের ছয়জন ভারতীয়-মার্কিন সদস্য। একইসঙ্গে তাঁরা ভারতীয়-আমেরিকান সম্প্রদায়ের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন এবং ক্রমবর্ধমান বিদেশি-বিদ্বেষ ও ভারতবিরোধী বক্তব্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

কংগ্রেস সদস্য রাজা কৃষ্ণমূর্তি, অমি বেরা, প্রমিলা জয়পাল, রো খান্না, শ্রী থানাদার এবং সুহাস সুব্রামণ্যম এক যৌথ বিবৃতিতে এই ঘটনার নিন্দা জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, "আমরা সব মার্কিন নাগরিকের মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। তবে ফ্রিসকো সিটি হলের বাইরে ভারতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলা এবং তার সঙ্গে ঘৃণামূলক ভারতবিরোধী স্লোগান ও বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাই। এ ধরনের আচরণ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বিদেশি-বিদ্বেষকে উসকে দেয়। কোনও সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে ঘৃণা বা ভয় প্রদর্শনের ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয় এবং আমাদের দেশে এর কোনও স্থান নেই।"

আইনপ্রণেতাদের মতে, এই ঘটনা শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতপ্রকাশের সীমা অতিক্রম করেছে এবং ভারতীয়-আমেরিকানদের মধ্যে নিরাপত্তা ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

তাঁরা বলেন, "ভারতীয়-আমেরিকান সম্প্রদায় আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাদের নিরাপদ ও সম্মানিত বোধ করার অধিকার রয়েছে। যখন ভারতীয় ও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানরা হয়রানি, বিদেশি-বিদ্বেষ ও ঘৃণামূলক বক্তব্যের মুখোমুখি হচ্ছেন, তখন রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া উচিত যে কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা সহ্য করা হবে না।"

ছয় কংগ্রেস সদস্য আরও বলেন, "আমরা ফ্রিসকো এবং সমগ্র দেশের ভারতীয়-আমেরিকান সম্প্রদায়ের পাশে রয়েছি। প্রত্যেক মানুষেরই মর্য্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করার অধিকার রয়েছে, যেখানে ভয়, হয়রানি ও বৈষম্যের কোনও স্থান নেই।"

বর্তমানে এই ছয়জনই মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে একযোগে দায়িত্ব পালনকারী বৃহত্তম ভারতীয়-মার্কিন আইনপ্রণেতা গোষ্ঠীর সদস্য। অভিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান ভারতীয়-আমেরিকান জনসংখ্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁরা নিয়মিত সরব হয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ লক্ষেরও বেশি ভারতীয়-আমেরিকান বসবাস করেন। শিক্ষা, ব্যবসা, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এবং রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস, অঙ্গরাজ্য আইনসভা, স্থানীয় প্রশাসন এবং কর্পোরেট নেতৃত্বেও তাঁদের প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে।

ফ্রিসকো শহরটি, যা ডালাস-এর উত্তরে অবস্থিত, গত দুই দশকে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাক্ষী হয়েছে এবং এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয়-আমেরিকান বসবাস করেন। প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক পরিষেবা ও অন্যান্য পেশায় কর্মরত ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে।

ভারত-স্লোভাকিয়া সম্পর্ক 'কমপ্রিহেনসিভ পার্টনারশিপ'-এ উন্নীত, নতুন গতি পাবে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা: বিদেশ মন্ত্রক

ব্রাতিস্লাভা, ১৬ জুন (আইএএনএস): ভারত ও স্লোভাকিয়া তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'কমপ্রিহেনসিভ পার্টনারশিপ'-এর মর্য্যাদায় উন্নীত করেছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র ঐতিহাসিক স্লোভাকিয়া সফর দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে নতুন গতি দেবে। ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী স্লোভাকিয়া সফর করলেন। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মোদি রবার্ট ফিকো-র সঙ্গে ব্রাতিস্লাভা দুর্গে প্রতিনিধিদল-স্তরের বৈঠক করেন। বৈঠকের পর দুই নেতা ১১টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক বিনিময় প্রত্যক্ষ করেন।

ব্রাতিস্লাভায় সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিম বিভাগের সচিব সিবি জর্জ বলেন, এই সফর স্লোভাকিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করেছে।

তিনি বলেন, "এই সফর ভারত-স্লোভাকিয়া সহযোগিতাকে নতুন গতি দেবে। সম্পর্ককে কমপ্রিহেনসিভ পার্টনারশিপে উন্নীত করার ফলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে, বিদ্যমান সহযোগিতা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে নতুন সহযোগিতার পথ খুলে দেবে।"

সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মোদি স্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট পিটার পেলেগ্রিনি-র সঙ্গেও বৈঠক করেন। এ সময় তাঁকে স্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'অর্ডার অব দ্য হোয়াইট ডাবল ক্রস (ফার্স ক্লাস)' প্রদান করা হয়।

দুই নেতা এক যৌথ বিবৃতিতে জানান, ভারত ও স্লোভাকিয়ার মধ্যে কমপ্রিহেনসিভ পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন স্তরে নিয়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করা।

আলোচনায় দুই দেশই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরে। উভয় নেতা আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধি, মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, নৌ-পরিবহণের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি এবং নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের সফর ও রাজনৈতিক সংলাপ বাড়ানোর বিষয়েও ঐকমত্য হয়। পাশাপাশি পার্লামেন্টারি আদান-প্রদান, আইন প্রণয়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সেরা অনুশীলন ভাগ করে নেওয়ার ওপরও জোর দেওয়া হয়।

জাতিসংঘকে কেন্দ্র করে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে ভারত ও স্লোভাকিয়া। দুই নেতা বলেন, বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার জরুরি।

বিশেষ করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ-এর স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় শ্রেণির সদস্যপদ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরা।

এই প্রসঙ্গে ভারত, সংস্কারকৃত ও সম্প্রসারিত নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবির প্রতি স্লোভাকিয়ার ধারাবাহিক সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থায় নিজেদের প্রার্থিতার বিষয়ে পরামর্শ ও সমন্বয় অব্যাহত রাখা এবং জাতিসংঘসহ বৈশ্বিক মঞ্চে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও দুই দেশ সম্মত হয়েছে।

পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তাররোধ ব্যবস্থার গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা হয়েছে। একইসঙ্গে পারমাণবিক সরবরাহকারী গোষ্ঠী-এ ভারতের সদস্যপদ লাভের বিষয়ে স্লোভাকিয়া তার ইতিবাচক ও গঠনমূলক অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে।

চোটগ্রস্ত যুধবীর সিংয়ের বদলি হিসেবে ভারত 'এ' দলে অশোক শর্মা

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (আইএএনএস): শ্রীলঙ্কার ডাম্বুলায় চলা ত্রিদেশীয় একদিনের সিরিজে ভারত 'এ' দলের পেসার যুধবীর সিং চোটের কারণে ছিটকে যাওয়ায় তাঁর পরিবর্তে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তরুণ পেসার অশোক শর্মা-কে।

ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (বিসিসিআই) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পুরুষ নির্বাচক কমিটি চলমান ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য যুধবীর সিংয়ের পরিবর্তে অশোক শর্মাকে ভারত 'এ' দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বিসিসিআই জানায়, ১৩ জুন বোলিং করার সময় ডান কাঁধে অস্বস্তি অনুভব করেন যুধবীর। এর আগে ১১ জুন ফিল্ডিং অনুশীলনের সময়ও একই ধরনের ব্যথা অনুভব করেছিলেন তিনি।

বিসিসিআই মেডিক্যাল টিম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শের পর যুধবীরকে ধাপে ধাপে পুনর্বাসন কর্মসূচির মধ্যে রাখার সুপারিশ করেছে। তিনি বিসিসিআইয়ের সেন্টার অব এক্সেলেন্স-এর তত্ত্বাবধানে ডান কাঁধের রোটেটর কাফের চোট থেকে সম্পূর্ণ সেরে ওঠার চেষ্টা করবেন।

অন্যদিকে, অশোক শর্মা ২০২৬ সালের আইপিএলে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে নজর কেড়েছেন। গুজরাট টাইটানস-এর হয়ে ছয় ম্যাচে ছয়টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। সেই মরশুমে গুজরাট টাইটান্স রানার্স-আপ হয়েছিল।

এর আগে ২০২৫-২৬ মরশুমের সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি-তে ১০ ম্যাচে ২২ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়ে আলোচনায় আসেন অশোক।

সম্প্রতি তিনি রাজস্থান থেকে গুজরাটে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার জন্য স্থানান্তরিত হওয়ার অনুমতি পেয়েছেন। এর আগে ভারতীয় লেগ-স্পিনার রবি বিষ্ণোই-ও রাজস্থান ছেড়ে গুজরাটে যোগ দিয়েছিলেন।

সূত্রের দাবি, "অশোক এখন গুজরাটের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবেন এবং প্রয়োজনীয় অনাপত্তি শংসাপত্র (এনওসি) পেয়েছেন। তিনি দারুণ ফর্মে রয়েছেন এবং আইপিএল ২০২৬-এ ঘণ্টায় ১৫৪.২ কিলোমিটার গতির বলও করেছেন, যা দলের জন্য ইতিবাচক দিক।"

উল্লেখ্য, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে যুক্তরাষ্ট্র ও নামিবিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচেও ভারত 'এ' দলের হয়ে খেলেছিলেন অশোক শর্মা।

ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য ভারত 'এ' দলের হালনাগাদ স্কোয়াড: তিলক বর্মা (অধিনায়ক), রুতুরাজ গাইকওয়াড (সহ-অধিনায়ক), প্রিয়ংশ আর্য, বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুশ বাদোনি, নিশান্তসিন্ধু, সূর্য্যাশ সেডগে, প্রভসিমরান সিং (উইকেটরক্ষক), কুমার কুশাগরা (উইকেটরক্ষক), বিপ্রজ নিগম, যশ ঠাকুর, আনশুল কাম্বোজ, আরশাদ খান, অনুকূল রায় এবং অশোক শর্মা।

রাজ্য সরকারের গৃহীত প্রকল্প ও পরিষেবাগুলির সুবিধা যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে হবে: তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: তপশিলিজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী ও জনগণের কাছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গৃহীত প্রকল্প ও পরিষেবাগুলির সুবিধা যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন এসসি ওয়েলফেয়ার সাব কমিটির চেয়ারম্যান ও তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তবেই তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আজ সোনারতরী রাজ্য অতিথিশালার কনফারেন্স হলে তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। বৈঠকে সর্বশেষ সভায় কি কি অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া হয়েছিল এবং তা কতটুকু বাস্তবায়ণ হয়েছে তার পর্যালোচনা করা হয়।পর্যালোচনা সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে তপশিলিজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, রাজ্যে ৩৪টি এসসি সম্প্রদায়ের জনগণ রয়েছেন। আগামীদিনে এই দপ্তরের মাধ্যমে সারা রাজ্যে তপশিলিজাতিদের জন্য কি কি কাজ করা যেতে পারে সে বিষয়ে ওয়েলফেয়ার সাব কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্য ও সদস্যাগণেরও মতামত নেওয়া হবে। তিনি বলেন, আজকের পর্যালোচনা সভায় একটি কমপ্রিহেনসিভ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যাতে পুরো রাজ্যে তপশিলিজাতিদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বরোজগারী ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া যায়। তিনি বলেন, এসসি সার্টিফিকেট ও প্রধানমন্ত্রী অনুসূচিত জাতি অভ্যুদয় যোজনা এই দুটি প্রকল্প চলমান প্রক্রিয়া। পিএম অজয় এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে গ্র্যান্ট ইন এইড, হোস্টেল নির্মাণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এই তিনটি কম্পোনেন্টে বরাদ্দ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্লক ও মহকুমাস্তর থেকে দপ্তরে প্রস্তাব এলে তা বাস্তবায়িত করা হয়।তিনি তপশিলিজাতির কল্যাণে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী তপশিলিজাতি বিকাশ যোজনা, প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ, পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ, নিউক্লিয়াস বাজেট ও অত্যাচার প্রতিরোধ আইন কার্যকর করতে সাব কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্য-সদস্যা ও দপ্তরের আধিকারিকদের সদর্থক ভূমিকা নেবার আহ্বান জানান।

বৈঠকে আলোচনায় অংশ নিয়ে তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার এই দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা তপশিলিজাতি সম্প্রদায়ের জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে এসসি ওয়েলফেয়ার সাব-কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য-সদস্যাদের সহযোগিতা কামনা করেন। বৈঠকে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশানের মাধ্যমে আলোচনার সূচনা করেন তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ভাস্বর ভট্টাচার্য। তিনি জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ১৭,৫৪৫ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে নবম থেকে দশম শ্রেণির ৭৬২৪ জন ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। একাদশ শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ২০,০৯৮ জন ছাত্রছাত্রীকে পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। ড. বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ৭১৭২ জন ছাত্রছাত্রীকে। ড. বি আর আম্বেদকর বিশেষ মেধা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ২ জনকে। বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্সের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫৭৫ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রথম কিস্তিতে এবং এ প্রকল্পে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে ৩৫৪ জন ছাত্রছাত্রীকে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী তপশিলিজাতি বিকাশ যোজনায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট ১৯২৮জন সুবিধাভোগীকে পোল্ট্রি মোরগ, হাঁসপালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। ইন্টার কাস্ট ম্যারিজ প্রকল্পে ২৭ টি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। পিএম অজয় প্রকল্পে পাবিয়াছড়া এবং রাঙ্গামাটি এসসি গার্লস হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে মহারাজগঞ্জ মৎস্য বাজারের উন্নয়ন, পেচারডহর জলাশয় ও বাতাশীডেকা জলাশয়ের উন্নয়নের কাজ চলছে। তাতে ৭২৭৮ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে। তিনি জানান, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী অনুসূচিত জাতি অভ্যুদয় যোজনায় রাজ্যের ৩৩টি গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। তিনি জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ণে ২৭৪.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তিনি জানান, বিভিন্ন কোর সাবজেক্টে ৩২টি হোস্টেলের আবাসিকদের শিক্ষাদানের জন্য ১১৯ জন শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি এসসি কর্পোরেশনের বিভিন্ন লোন গ্রহীতার কাছ থেকে ঋণ রিকোভারি করার জন্য সাব কমিটির চেয়ারম্যানদের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক, আগরতলা পুরনিগম, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক এসসি ওয়েলফেয়ার সাব কমিটির চেয়ারম্যান, সদস্য, সদস্যাগণ ছাড়াও তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ভাস্বর ভট্টাচার্য, উপ অধিকর্তা প্রদীপ রিয়াং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভায় বিভিন্ন ব্লক, আগরতলা পুরনিগম, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক এসসি ওয়েলফেয়ার সাব-কমিটির চেয়ারম্যানগণ ও সদস্য-সদস্যাগণ বিভিন্ন সমস্যা ও কাজের রূপরেখা নিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে গান্ধাইল রোডে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

আগরতলা, ১৬ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেবের উদ্যোগে গান্ধাইল রোড এলাকায় এক স্বচ্ছ ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে স্থানীয় বাসিন্দা, দলীয় কর্মী-সমর্থক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

অভিযান চলাকালীন রাস্তা ও আশপাশের এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পাশাপাশি পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্ব এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সকলের সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

এদিন কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্নের 'স্বচ্ছ ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করে তুলতে এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তিনি সকলকে নিজেদের বাড়ি, পাড়া ও আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানান।

স্থানীয়দের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ একদিকে যেমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক, তেমনি সমাজে স্বাস্থ্য ও সচেতনতার বার্তাও পৌঁছে দেয়। কর্মসূচি শেষে অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মেকেদাতু বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ২৩ জুন দিল্লিতে বিক্ষোভে নামছেন তামিলনাড়ুর কৃষকরা

তিরুচি, ১৬ জুন (আইএএনএস): কর্ণাটকের প্রস্তাবিত মেকেদাতু বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরদার করল তামিলনাড়ুর কৃষক সংগঠনগুলি। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রকল্পটি বাতিল করার দাবিতে আগামী ২৩ জুন নয়াদিল্লিতে বৃহৎ বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে।

তামিলনাড়ু কাবেরী কৃষক সমিতি-এর রাজ্য কমিটির বৈঠকের পর জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলার কৃষকরা দিল্লিতে মিছিল করবেন এবং কেন্দ্রীয় জলসম্পদ দফতরের সদর দফতর ঘেরাও করবেন।

সংগঠনের দাবি, মেকেদাতু-তে কাবেরী নদী-এর উপর প্রস্তাবিত জলাধার নির্মিত হলে তামিলনাড়ুর জন্য উপলব্ধ জলের পরিমাণ কমে যেতে পারে। এর ফলে বিশেষ করে কাবেরী বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সংগঠনের অভিযোগ, তামিলনাড়ুর তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও কর্ণাটক সরকার প্রকল্পটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পি. আর. পান্ডিয়ান বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনও অবস্থাতেই এই প্রকল্পের অনুমোদন না দেওয়ার আহ্বান জানানো হবে। তাঁর মতে, তামিলনাড়ুর সম্মতি ছাড়া মেকেদাতুতে বাঁধ নির্মাণ করা হলে নিম্নপ্রবাহের কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে এবং রাজ্যের কাবেরী নদীর ন্যায্য জলপ্রাপ্তি প্রভাবিত হবে।

কৃষক সংগঠনটি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয়-কেও প্রকল্পটি রুখতে প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।

সংগঠনের মতে, কাবেরী অববাহিকার উপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ কৃষকের জীবিকা এবং তামিলনাড়ুর জলাধিকার রক্ষায় রাজ্য সরকারের দৃঢ় অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন।

পান্ডিয়ান জানান, ২৩ জুনের আন্দোলনে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলার একাধিক কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। এই বিক্ষোভের মাধ্যমে কেন্দ্রকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হবে যে, রাজ্যবাসী মেকেদাতু প্রকল্পের বিরোধিতায় অনড়।এছাড়াও বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে কৃষিঋণ মকুব সংক্রান্ত সংশোধিত ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়েছে। কৃষকদের আশা, সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৃষিঋণ মকুবের বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে।মেকেদাতু ইস্যুর পাশাপাশি, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন-এর প্রস্তাবিত হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান প্রকল্পের বিরুদ্ধেও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পরঙ্গিপেট্টাই উপকূলের কাছে এই প্রকল্পের ফলে পরিবেশ, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং কৃষিনির্ভর মানুষের জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সহ বিভিন্ন ইস্যুতে নারী সমিতির গণঅবস্থান। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সাক্ষাৎকার

কথায় বলে, সাহিত্য সমাজেরই দর্পণ। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন জীবনের রূপ রস বাস্তব পটচিত্র সহজেই ধরা পড়ে, ঠিক তেমনই দৈনন্দিন জীবনের হাজারও খুঁটিনাটি ব্যক্তিগত রসবোধ চাওয়া না পাওয়ার আক্ষেপ জীবনের হাজারো সাত সতেরো ঘটনার মেলবন্ধন ছবির মত মানব জীবনে ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শরৎ সাহিত্য, বঙ্কিম সাহিত্যেও একাধিক বাস্তবতার কঠোর ও করুন চিত্র ফুটে উঠেছে। সমকালীন যুগেও সাহিত্যের এই ধারাবাহিকতাকে বহন করে চলেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমর মিত্র। সম্প্রতি তার সঙ্গে এক ঘরোয়া আলাপচারিতায় **অদিতি চট্টোপাধ্যায়**

আপনি তো বিজ্ঞানের ছাত্র, হঠাৎ সেখান থেকে সাহিত্যে কী ভাবে প্রবেশ ? নিষেধ তো নেই।

জ্যাক লন্ডন বক্সার ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞনের ছাত্র ছিলেন, দৃষ্টি স্বচ্ছ করতে বিজ্ঞান জানা দরকার। যারা সাহিত্যের ছাত্র তারা সাহিত্যের খুঁটিনাটি জানে। আমার জন্য যেটা দরকার সেটা আমি জানি।, লেখক হবার বাসনা ছিল, আর প্রধানত সেই থেকেই সাহিত্যিক জীবনে প্রবেশ। কুড়ি বছর বয়স থেকে প্রথম লেখালেখির জগতে আসা। প্রথম গল্প বেরিয়েছে "প্রতিশ্রুতি" পত্রিকায়, যেটি বেহালা থেকে প্রকাশিত হত। আশাপূর্ণা দেবীর হাত থেকে প্রথম পুরস্কার নিয়েছি মেলার দিকে ঘর গল্পের জন্য। ২০০৬ সালে ধ্রুবপুত্র উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন। ২০০১ সালে বঙ্কিম পুরস্কার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর থেকে পেয়েছেন। ২০০৪ সালে শরৎ পুরস্কার, ভাগলপুর সহ ঝুলিতে বহু পুরস্কার রয়েছে। পুরস্কার পাওয়ার পর কি কোথাও উৎসাহিত করেছে ?

উঃ ধ্রুবপুত্র সাত বছর ধরে লিখেছিলাম, প্রকাশক পরে পান্ডুলিপি থেকে বই করেন। কেউ পুরস্কারের জন্য লেখেন না, পুরস্কার আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। সমান্তরাল সাহিত্য, সিরিয়াস সাহিত্যকে চেনে পাঠক, এইটা বড় কথা। গ্রাম, শহর না মফস্বল কোন জীবন আপনার কাছে সেরা ?

উঃ অতীত যা ছেড়ে এসেছে, সেই জীবনটাই সবথেকে ভালো জীবন ছিল। কষ্ট, আনন্দ সব নিয়েই সেই জীবন ছিল, তার ভিতরে গ্রাম ছিল, নগর ছিল। দুইই আমার প্রিয়। আপনি তো বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তা ছোট থেকেই কি বিজ্ঞানের পাশাপাশি সাহিত্য পড়তে ভালো লাগে ?

উঃ সাহিত্য পড়তাম। ক্লাসিক বাংলা সাহিত্য পড়েছি। বিশ্বসাহিত্য পড়েছি। আবার বিজ্ঞান নির্ভর লেখকদের লেখা, রে ব্রাডবেরি, আইজ্যাক অ্যাসিমভ, এইচ জি ওয়েলস পড়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ না শরৎ সাহিত্য কে বেশি পছন্দের ? তিনজনকেই পছন্দ। তিনজনই মহান প্রতিভাধর। বঙ্কিমের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, নাটক পছন্দ। আর শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পছন্দ। 'মেলার দিকে ঘর' দিয়ে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ। তারপর একে একে নদীর মানুষ, ধ্রুবপুত্র, উপন্যাসে লেখা লিখতে লিখতে হাত পাকানো শুরু। কী বলবেন আপনার সাহিত্য ক্যারিয়ার সম্পর্কে ? আমি লিখব বলেই লিখেছি। লিখতে ভালো লাগে তাই লিখি। ভালোবাসা না থাকলে লেখা যায় না। সাহিত্যে সাধনার দরকার। নাটক লেখার পাশাপাশি আপনার পরিবারের নাটকের একটা পরিবেশ আছে। প্রফেশনালভাবে কোনদিন নাটকের সঙ্গে যুক্ত হবার কথা মনে হয়নি ? বাড়িতে দাদা নাটকের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও প্রফেশনালভাবে কোনদিনই নাটক লেখা হয়নি। সদ্য বঙ্গ রাজনীতিতে পট পরিবর্তন হয়েছে। একজন আম নাগরিক হিসেবে নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা কি ?

আমাদের দেশে সরকার আসে, সরকার যায়। মানুষ যেন নির্ভয়ে বাঁচে, এসআই আরে যাদের নাম বাদ গেছে, তাদের নাম যুক্ত হোক। জনহিতকর কাজ করলে ভালো লাগবে। বেকার কমুক, জিনিসপত্রের দাম কমুক। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য, পানীয় জলের সমস্যা মিটুক। সরকার যেন ভয় না দেখায়, সরকার যেন অপরাধীর আশ্রয় না হয়। এখনকার প্রজন্ম বাংলা সাহিত্য থেকে অনেক দূরে। কী মনে হয় আপনার, এর ফলে কি কোথাও সমাজে অবক্ষয় নেমে আসছে না! বাংলা পড়া কমে যাচ্ছে। সরকারি কাজে যতদিন না বাংলা আবশ্যিক হবে, ততদিন এই সমস্যা হবে।। বাংলা ভাষাকে জীবিকার ভাষা করে তুলতে হবে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সে হিসেবে একজন লেখক ও সাহিত্যিক কাজের বাস্তব চলচ্চিত্র তুলে ধরেন। আপনিও তার ব্যতিক্রম নন, কোন লেখনীতে আপনি বেশি বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন ?

যা দেখি তা নিয়েই তো লিখি। সাহিত্যের বাস্তবতা, ঘটমান বাস্তবতা এক নয়। সংবাদ সাহিত্য হয় না। সাহিত্য সংবাদ হয়ে উঠতে পারে। ২০০৯ সালে কাজাখাস্তানের রাজধানী নূর সুলতান শহরে প্রথম এশিয়ার লেখক সম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় লেখক হিসেবে আমন্ত্রিত হন। সেই মুহূর্তের অনুভূতির কথা যদি কিছু বলেন। ভালোই লেগেছিল। ওই জায়গা থেকে মেসেজ পেয়েছিলাম ফেসবুকে। প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি, বন্ধু খোঁজ নিয়েছিলেন। তাকে বললাম সত্যি কিনা খোঁজ নিয়ে দেখতে। তিনি খোঁজ নিয়ে জানালে পরবর্তীতে মেল করি। আগস্ট থেকে পরে সেপ্টেম্বরে পিছিয়ে যায় সম্মেলনটি। ওরা ভিসা পাঠিয়ে দিয়েছিল। একবাক্যে অনবদ্য এক অভিজ্ঞতা। গ্রামে হু হু করে ঢুকছে শহুরে বাতাস। ফলে গ্রাম কি কোথাও তার নিজস্বতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না ? গ্রামে শহরে বাতাস তো ঢুকবেই। শহরের জীবনযাত্রারও ধরন ধরন পাল্টেছে। গ্রামে টিভি, ইন্টারনেট গিয়েছে। গ্রামে একটা ছেলের সঙ্গে ওয়াশিংটনের একটা ছেলের কথা হচ্ছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই। মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে। গ্রাম পিছিয়ে থাকবে কেন? সভ্যতার স্বাদ সকলের নিকট যাক। নতুন কি নিয়ে লেখালেখি করছেন? পেদ্রো পারামোর মুক্তি নামের উপন্যাসটিকে নতুন করে লিখছি। পুনর্লিখন বলা যায়। সারাদিনে কতক্ষণ বই পড়েন ? অবসর সময়ে আর কী কী করেন ? দুপুর বেলা পড়ি ঘন্টা তিনেক। ল্যাপটপ খুলে সিনেমা দেখি। গান শুনি। এছাড়াও সকালবেলায় লিখি। এবং ঘুমোই সুযোগ পেলেই।

ঘরোয়া টোটকাতেই ঘর ছাড়বে টিকটিকি

গরম পড়তেই অন্দরে টিকটিকির হুটোপুটি শুরু হয়েছে। সিলিংয়ের কোণ হোক বা পর্দার আড়ালে, এদের উপস্থিতি যেমন বিরক্তির, তেমনই অস্বস্তিকর। কড়া রাসায়নিক ব্যবহার না করেই প্রাকৃতিক উপায়ে এদের ঘরছাড়া করার ৮টি সহজ টোটকা দেখে নিন। টিকটিকি পেঁয়াজ ও রসুনের উগ্র গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারে না। কয়েকটি রসুনের কোয়া বা পেঁয়াজের টুকরো জানলার কোণে বা ভেন্টিলেটরে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। এছাড়া এদের রস জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করলে কাজ হবে ম্যাজিকের মতো। ঘরের ফুলদানিতে বা দেওয়ালের কোণে কয়েকটি ময়ূরের পালক গুঁজে রাখতে পারেন। পালক দেখলে বড় কোনও প্রাণীর উপস্থিতির ভয়ে টিকটিকি আপনার চৌকাঠ আর মাড়াবে না। রাসায়নিক কীটনাশকের চেয়ে গোলমরিচের জল টিকটিকি তাড়াতে অনেক বেশি কার্যকরী। জলের মধ্যে গোলমরিচ বা লাল লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। টিকটিকি আসার জায়গাগুলোতে এই জল ছিটিয়ে দিলে জ্বালাভাবের ভয়ে তারা পালাবে। টিকটিকি শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী হওয়ায় , এদের গায়ে হঠাত খুব ঠান্ডা জল স্প্রে করলে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত কমে গিয়েছে বলে মনে হয়। এর ফলে তারা কিছু ক্ষণের জন্য অবশ হয়ে পড়ে এবং বাইরে ফেলে দেওয়া সহজ হয়। কফি পাউডার এবং তামাকের গুঁড়ো মিশিয়ে ছোট ছোট গুলি তৈরি করে নিন। দেশলাই কাঠির ডগায় এই গুলি লাগিয়ে ঘরের অন্ধকার কোণগুলিতে রেখে দিতে হবে। এই মিশ্রণ টিকটিকির কাছে বিষের মতো কাজ করায় তারা দ্রুত এলাকা ছাড়ে। আলমারি বা তাকের কোণে ন্যাপথলিনের গুলি রেখে দেওয়া আরেকটি মোক্ষম দাওয়াই। ন্যাপথলিনের বিশেষ গন্ধ শুধু মথ বা পোকা নয়, টিকটিকি তাড়াতেও অত্যন্ত সহায়ক। তবে বাড়িতে শিশু বা পোষ্য থাকলে এটি ব্যবহারের সময় বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি।

ডিম খাওয়ার পর খোসা না ফেলে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে জানলার পাশে সাজিয়ে রাখুন। ডিমের খোসার গন্ধ আর আকার দেখে টিকটিকি বড় কোনো শত্রুর উপস্থিতি কল্পনা করে। ফলে প্রাণভয়ে তারা বাড়ি থেকে চম্পট দিতে বাধ্য হয়েছে। মনে রাখবেন, ঘরের কোণে পোকামাকড় থাকলেই সেখানে টিকটিকি হানা দেওয়ার সুযোগ পায়। তাই ঘর সবসময় পরিষ্কার রাখা এবং দেওয়ালের ফাটলগুলো বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। ঘর পুরোপুরি পোকা-মুক্ত থাকলে টিকটিকিও আর ফিরে আসবে না।

গরমের দুপুরে বাচ্চাদের বাইরে না বেরোনোই ভালো

প্রখর রৌদ্রে দুপুরে ঘোরাঘুরি করলে শরীরের তাপমাত্রাও বাড়ে। কিন্তু বাচ্চাদের বিশেষত পাঁচ বছরের নিচে বাচ্চাদের শরীরের ভিতর ও বাইরে তাপমাত্রার সমঞ্জস্যের থার্মোস্ট্যাটিক সিস্টেম ঠিকমত তৈরি হয় না বলে এই গরমে বাচ্চাদের জ্বর হবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। অত্যধিক জ্বরে বাচ্চা জ্ঞান হারাতে পারে বা তড়কা বা খিঁচুনি হতে পারে। তাই জলপটি দিয়ে বা ঠান্ডা জলে স্নান করিয়ে তাপমাত্রা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমিয়ে ফেলতে হবে।তবে কখনোই বরফ বা বরফ ঠান্ডা জল ব্যবহার করবেন না। এতে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা আছে। অনেকেরই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, সেক্ষেত্রে সামান্য গরম জলে স্নান করাতে পারেন।

অনেক শিশুরই অ্যালার্জিজনিত সর্দিকাশি ও জ্বরের প্রবণতা খুব বেশি থাকে। এদের অনেকেই গলায় ব্যথা ও টনসিলের সমস্যায় ভোগে,কিন্তু এজন্য কখনোই দোকান থেকে কিনে যথেচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াবেন না। তাছাড়া ভাইরাল সংক্রমণে এন্টিবায়োটিক খাইয়ে খুব একটা লাভও হয় না। উল্টোদিকে শরীরে অ্যান্টিবায়োটিকের কর্মক্ষমতা কমে যায়।তাই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না। আর গলাব্যথার সঙ্গে জ্বর হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

গরমের আর এক সাধারণ অসুখ হল ডায়েরিয়া।আসলে গ্রীস্মের এই গরমে পেটের অসুখের জীবাণুর দ্রুতসংখ্যা বৃদ্ধি করে। এরপরে প্রচন্ড গরমে বাইরের অপরিচ্ছন্ন খাবার ও জল থেকে সহজেই পেট খারাপ হতে পারে। পেট খারাপ হলে দ্রুত বাজার চলতি বা ঘরে তৈরি ওআরএস দিন। শরীরে জলীয় ভাগ যাতে না কমে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন বা হাসপাতালে ভর্তি থাকুন।হাসপাতালে স্যালাইন ইঞ্জেকশন দিয়ে জলীয় পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখা হয়।এই বিষয়ে সাবধান হবেন, হঠাৎ গরম থেকে এসে হিমশীতল জল বা এসি কোনটাই ভালো না।ধীরে ধীরে ঠান্ডার আরাম উপভোগ করুন।

গ্রীষ্মে যত্ন নিন ত্বক এবং চুলের

ঠান্ডা থেকে হঠাত গরম পরে যাওয়ায় আপনার ত্বক ও চুলের যত্নের রুটিনে বেশ কিছুটা বদল আনা প্রয়োজন।শেরিল কস্মেকিউটিকালসের ম্যানেজার গুঞ্জন জৈন আইএএনএসকে বলেন

জলই আসল-এই গরমে প্রচুর জল পান করার প্রয়োজন।এতে শরীরে জলের ভারসাম্য যেমন বজায় থাকে তেমনই দেহের ভিতরের টক্সিক বর্জ্যগুলিও বেড়িয়ে যায়, ফলত ত্বক পরিষ্কার হয়। কাজে বেরোনোর সময় ব্যাগে নিয়ে নিন একটা ময়শ্চারাইজার এবং বাড়িতে তৈরি ফ্লেভার্ড জল।নিয়ম করে সারাদিন শরীর ও ত্বককে পানীয় দিন।

ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন-কখনোই সঠিক ছঞ্চঙ্গসহ সানব্লক ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোবেন না।আমরা সকলেই সানব্লক সম্পর্কে অবগত হলেও সঠিক পরিমাণে তা ব্যবহার করাও প্রয়োজন।রাস্তায় বেরোনোর ১৫-২০ মিনিট আগে সানব্লক ব্যবহার করুন এবং প্রয়োজনমতো তা সারাদিনে পুনর্ব্যবহার করুন।প্রতিদিন নিয়ম করে সানব্লক ব্যবহার করুন।

পার্লার ট্রিটমেন্ট— মাসে একবার অ্যান্টি-ডালনেস অথবা ডি-ট্যানিং ফেশিয়াল করাতে পারেন।এতে আপনার ত্বক অনেক সহজে গরমের সঙ্গে লড়াই করতে পারবে।রুক্ষতা এবং ট্যান কমানোর জন্য ত্বককে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। এক্সফোলিয়েশন— ত্বকের মৃত কোষগুলিকে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার, এতে ত্বক ভাল এবং মোলায়েম হয়।প্রতিদিন হাইড্রেটিং ফেস ওয়াশ এবং এক্সফোলিয়েটর দিয়ে মুখ অতি অবশ্য পরিষ্কার করুন।ঘাম এবং তেল পরিষ্কার করার জন্য গ্রীষ্মে ত্বক ক্লেঞ্জিং এবং তরতাজা করা দরকার।

ম্যাট্রিক্স ইন্ডিয়ার জেনারেল ম্যানেজার মেলরয় ডিকসন দিলেন চুলের যত্ন নেওয়ার টিপস হিটিং টুলস ব্যবহার বন্ধ করুন— গ্রীষ্মের উত্তাপ আপনার চুলকে ঘর্মাক্ত করে এবং আর্দতা চুলকে ফ্রিজি করে। তাই হেয়ার আয়রন বা ব্লো ড্রায়ারের মত হিট স্টাইলিং প্রোডাক্ট ব্যবহার না করাই ভাল।পরিবর্তে হেয়ার জেল, ওয়্যাক্স বা স্প্রে ব্যবহার করতে পারেন। হেয়ার হাইড্রেটিং এবং ফ্রিজ কন্টোলিং প্রোডাক্ট ব্যবহার করুন-গ্রীষ্মে আপনার চুল শুষ্ক এবং ফ্রিজি হয়ে যায়।এই সমস্যাগুলি কমানোর জন্য সঠিক প্রোডাক্ট ব্যবহার করা দ্রকার। চুলকে ময়শ্চারাইজ করা দরকার।এছাড়াও সিরাম এবং লিভ-ইনস ব্যবহার করুন।

শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার-গরমে প্রতিদিন চুল ধোয়া একটু অসুবিধার হতে পারে, এতে স্ক্যাল্প শুষ্ক হয়ে যেতে পারে।এই পরিস্থিতিতে কণ্ডিশনার ব্যবহার করতে ভুলবেন না।এছাড়াও গরম জলে চুল ধোবেন না। এতে স্ক্যাল্পের উত্তাপ বেড়ে যায় এবং চুলের ক্ষতি করে।

গৃহিণীদের শ্রম

ভারতের অর্থনীতি ও সমাজে এক অদৃশ্য শ্রমের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে যে শ্রমের কোনও বেতন নেই, কোনও স্বীকৃতি নেই, অথচ যার উপর দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য পরিবারের দৈনন্দিন জীবন। এই শ্রমের প্রধান বাহক হলেন 'গৃহিণী' বা 'হোমমেকার'রা। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে এই অদৃশ্য শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে মাসে ৩০ হাজার টাকা হিসেবে বিবেচনা করেছে। এই সিদ্ধান্ত শুধু একটি আইনি রায় নয়, বরং সামাজিক স্বীকৃতির পথে একটি বড় পদক্ষেপ।

আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন ধরে গৃহস্থালির কাজকে 'স্বাভাবিক দায়িত্ব' হিসেবে দেখা হয়েছে, বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে। রান্না করা, সন্তান লালন-পালন, বৃদ্ধদের দেখাশোনা, ঘর পরিষ্কার রাখা এই সমস্ত কাজকে কখনোই অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয়নি। অথচ এই কাজগুলির প্রতিটিরই বাজারমূল্য রয়েছে। যদি এই কাজগুলির জন্য আলাদা আলাদা মানুষ নিয়োগ করা হয়, তাহলে খরচ কত দাঁড়াবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পরিসংখ্যানও এই বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট করে। টাইম ইউজ সার্ভে দেখিয়েছে, নারীরা পুরুষদের তুলনায় প্রায় আট গুণ বেশি সময় ব্যয় করেন গৃহস্থালি ও পরিচর্যার কাজে। এর ফলে তাঁরা বাইরে গিয়ে কাজ করার সুযোগ কম পান। ফলে শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ কম থাকে। পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, যেখানে পুরুষদের প্রায় ৬০ শতাংশ কাজ করছেন বা কাজ খুঁজছেন, সেখানে নারীদের হার মাত্র ৩০ শতাংশের একটু বেশি।

এই বৈষম্যের প্রভাব শুধু ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নয়; এটি দেশের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করে। যখন অর্ধেক জনসংখ্যা পুরোপুরি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে না, তখন দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা কমে যায়। অন্য দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, যেখানে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি, সেখানে অর্থনৈতিক অগ্রগতিও তুলনামূলকভাবে দ্রুত।

এই সমস্যার মূল কারণ দুটি স্তরে রয়েছে। প্রথমত, আমাদের সামাজিক মানসিকতা। এখনও অনেক পরিবারে মনে করা হয়, গৃহস্থালির কাজ নারীদের দায়িত্ব, আর উপার্জন করা পুরুষদের কাজ। এই ধারণা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসছে। ফলে মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই এমন একটি মানসিক কাঠামোর মধ্যে বড় হয়, যেখানে তাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকা আগে থেকেই নির্ধারিত।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক কর্মক্ষেত্রের প্রকৃতিও সমস্যাকে জটিল করে তুলছে। আজকের অনেক চাকরিতে দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয়, অনিয়মিত সময়সূচি থাকে, এবং ব্যক্তিগত জীবনের জন্য খুব কম সময় থাকে। এই ধরনের কাজ নারীদের জন্য বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং, কারণ তাদের উপর বাড়ির দায়িত্বও থাকে। ফলে অনেক নারী বিয়ের পর বা সন্তান হওয়ার পর কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে শুধু আইনি স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। পরিবারে কাজের দায়িত্ব সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া দরকার। পুরুষদেরও গৃহস্থালির কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে। একই সঙ্গে সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে কর্মক্ষেত্রে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে নারীরা সহজে কাজ ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারেন। যেমন ফ্লেক্সিবল কাজের সময়, মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, সাশ্রয়ী শিশু-পরিচর্যা কেন্দ্র ইত্যাদি।

এছাড়াও, নীতিনির্ধারকদের উচিত এই অদৃশ্য শ্রমকে অর্থনীতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। গৃহস্থালির কাজকে যদি জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আনা যায়, তাহলে এর প্রকৃত মূল্য আরও স্পষ্টভাবে সামনে আসবে। এতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে সাহায্য করবে।

বর্তমানে কিছু রাজনৈতিক উদ্যোগ দেখা যায়, যেখানে নারীদের সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য সামান্য আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হয়। কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপ সমস্যার মূল কারণকে স্পর্শ করে না। বরং প্রয়োজন নারীদের প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, যাতে তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারেন।

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয় গৃহস্থালির কাজ কোনও তুচ্ছ বিষয় নয়, এটি অর্থনৈতিক মূল্য বহন করে। এই উপলব্ধিকে সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে দিতে পারলেই প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব। কারণ, একটি দেশের উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন তার প্রতিটি নাগরিকের শ্রমের মূল্য সমানভাবে স্বীকৃত হয়।

গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে কিভাবে সুস্থ রাখবেন আপনার পোষ্যকে

গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে বাঁচতে মানুষ একাধিকবার স্নান করে, খোলা জায়গায় থাকতে ভালবাসে এবং বর্তমান প্রযুক্তির উন্নতিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় থাকতে চায় তেমনই পোষ্যরাও একইভাবে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মানুষ তবু তার চাহিদার বিষয়ে খোলসা করে বলতে পারে। কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মে আপনার পোষ্যটির হয়তো অসুবিধা হচ্ছে এবং তার অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু ঠিক কি তার জন্য করা উচিত তা বুঝে উঠতে পারছেন না। পোষ্যটি হয়তো চাইছে একটু জল আপনি তার জন্য এনে দিলেন চারখানা বিস্কুট। এতে পোষ্যটি খুশি হবে না নিশ্চই, কারণ তার তৃষ্ণা মিটল না।

মনে রাখতে হবে পোষ্য বলতে সারমেয়ই সাধারণত মানুষের পায়ে পায়ে ঘোরে। গ্রীষ্মের সময়ে আপনার প্রিয় পোষ্য সারমেয়টির শরীর স্বাস্থ্য যাতে ঠিকঠাক থাকে তার দিকে আপনাকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে। গ্রীষ্মের সময়ে আপনার প্রিয় পোষ্য সারমেয়টির স্বাস্থ্য ও মেজাজ যাতে সঠিক থাকে তার জন্য বিশেজ্ঞরা কয়েকটি উপায় বাতলেছেন।

মারস ইন্ডিয়ার দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক দফতরের ডিরেক্টর কে জি উমেশ জানিয়েছেন, সারমেয় গ্রীষ্মের সময় মানুষের মতো গায়ের ঘাম মুছতে পারে না, তাই সকল সময়েই সে তার পিছনের পায়ের সাহায্যে দেহের চিড়বিড়িনি বা চুলকানি , যা গা ঘামার ফলে হতে থাকে, তার তাৎক্ষণিক আরাম হিসেবে ঘষতে থাকে। গ্রীষ্মের সময়ে নি:শ্বাসের সঙ্গে গরম হাওয়া দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। এতে দেহের তাপ আরও বাড়িয়ে দেয়। সেকারণেই সারমেয়রা সাধারণত জিভ বের করে দেহের গরম কমাতে গরম কিছুটা হলেও বের করে দিতে সমর্থ হয়। অবশ্য এটাই তার স্বাভাবিক বাঁচার পদ্ধতি। কারণ এটাই প্রতিটি সারমেয়র পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে সুস্থ থাকার উপায়। তবে বেশি আর্দ বা বদ্ধ জায়গায় এই ব্যবস্থা তেমন কার্যকরী হয় না।

তাই আপনার পোষ্য সারমেয়কে কখনই গাড়ির মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় রেখে যাবেন না। গ্রীষ্মের সময়ে ভ্রমণে বেরিয়ে আপনার পোষ্যকে সঙ্গে নিলেও তাকে একা ছেড়ে যাবেন না। কারণ বন্ধ গাড়ির মধ্যে সারমেয়টি দারুণ গরম সহ্য করতে না পারলে তার মৃত্যু হতে পারে মুহূর্তের অসাবধানতায়। ফলে আপনার গাড়ির কাচ খুলে রেখে এবং কাচের উপর আচ্ছাদন দিয়ে রোদ প্রতিরোধী ছায়া সৃষ্টি করুন বা গাছের ছায়ায় গাড়ি দাঁড় করান। কোনও মলের বাইরে দাঁড় করানো কোনও গাড়িতে পোষ্য সারমেয় দেখলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনুন। গাড়ির মালিক বিপদের সময় ফিরে না এসে পুলিশকে খবর দিন।

বাড়িতে পোষ্যটির জন্য জলের ব্যবস্থা রাখুন। দিনের মধ্যে কয়েকবারই পোষ্যটি স্নান করতে পারে আপনার মতোই। তাই জলের পাত্রটি যাতে পূর্ণ থাকে সেদিকে নজর রাখুন।

গ্রীষ্মের সময়ে সারমেয়র অধিক সময় যায় নিজের দেহের তাপ নিরসনের চেষ্টায়। পোষ্যকে এসময় নিয়মিত ঘরে পাতা দই ভাতের সঙ্গে খাওয়াতেই ভালবাসেন অধিকাংশ মানুষ। কিন্তু এতে যথেষ্ট পরিমাণ জল থাকলেও, থাকে না পুষ্টি, খনিজ ইত্যাদি। এজন্য তাদের পেডিগ্রি ডায়েট দেওয়া কর্তব্য। এতে পোষ্যের তাপ যেমন হ্রাসে সাহায্য করে তেমনই পুষ্টি ও শক্তি যোগায়। দিনের শীতল সময়গুলি বেছে নিয়ে তাকে বারে বারে খেতে দিন। তার ফলে পোষ্যর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

পোষ্য সারমেয়র লোমগুলি পরিপাটি করে রাখতে চেষ্টা করুন। এতে পোষ্য অনেক স্বচ্ছন্দ থাকবে। এসময় তাকে সযত্নে বেঁধে রাখুন।

পোষ্যর আরাম করার স্থানটি যাতে যথেষ্ট ঠান্ডা থাকে তার ব্যবস্থা রাখুন। এসময় ঠান্ডা মেঝেতেই পোষ্য বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

পোষ্যর নিয়মিত ব্যায়ামের দিকেও নজর রাখতে হবে। কিন্তু অধিক ব্যায়াম তার পক্ষে ক্ষতিকর। এজন্য পোষ্যর নিয়মিত ওজন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। খুব সকালে বা সূর্য অস্ত যাওয়ার পরই পোষ্যকে নিয়ে বেরোন ব্যায়ামের জন্য।পোষ্যকে নিয়ে বাইরে বেরোনোর সময় রাস্তার যে অংশ দিয়ে ভ্রমণ করবেন তার উত্তাপ আপনি বুঝতে পারেন না। কারণ আপনার পায়ে জুতো থাকে। কিন্তু পোষ্যটি এতে অনভ্যাসের ফলে গরম অনুভব করতে পারে। তবে স্বাভাবিক নিয়মে সারমেয়টি সকল অবস্থা মানিয়ে নিতে পারে। সারমেয়র স্বাভবিক আচরণ হল গ্রীষ্মের সময়ে দীর্ঘ সময় বাইরে থাকতে দেবেন না। ভেতরে রাখুন যতটা সময় পারা যায়। বাড়ির পিছনের ফাঁকা জায়গায় তাকে ছেড়ে রাখলেও তার প্রতি নজর রাখা জরুরি। কাজ থাকলে পোষ্যকে ভেতরে এনে রাখুন।

লাঠিচার্জ

● প্রথম পাতার পর

গিয়ে ডিআইজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তারা ঘটনাটির সমস্ত প্রমাণ-সহ একটি লিখিত অভিযোগপত্র জমা দেন এবং অভিযুক্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।
সাক্ষাৎকারের পর প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও ধরনের উস্কানি না থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ফলে বহু কর্মী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।
তিনি বলেন, “লাঠিচার্জ আমরা সহ্য করতে পারি, রক্ত ঝরলেও আন্দোলন থেকে সরে আসব না। কিন্তু মহিলা কর্মী সহ যুব কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা সিআরপিএফকে সম্মান করি, কিন্তু কোনও আধিকারিক যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আচরণ করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।”সুদীপ রায় বর্মন আরও জানান, ডিআইজি তাদের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।তিনি দাবি করেন, লাঠিচার্জের জন্য ত্রিপুরা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বা সংশ্লিষ্ট থানার ওসির কোনও নির্দেশ ছিল না। তা সত্ত্বেও কীভাবে সিআরপিএফ লাঠিচার্জ চালাল, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত সহকারী কমান্ড্যান্ট রাম কুমারের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।কংগ্রেসের অভিযোগ, যুব সমাজের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে এবং আন্দোলন দমন করতেই ভয়ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এই ধরনের পদক্ষেপে তারা ভীত নন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলেও স্পষ্ট জানিয়েছেন দলের নেতারা।
উল্লেখ্য, সোমবার রাতেই যুব কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সিআরপিএফের ইন্সপেক্টর রামকুমার আন্দোলনকারীদের লাঠিপেটা করার গুরুতর অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অতিসত্বর সিআরপিএফের ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করার দাবিও জানানো হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ব্লক রোড, দুটি ইট বিছানো রাস্তা। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী আজ সালেমা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শান্তিরবাজারে ব্রিজ নির্মাণের শিলান্যাস করেন।
হালাহালি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে রাজ্য সরকারও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণ করছে। রাজ্যের অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা তৃতীয় পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্য হিসেবে ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে। রাজ্যে গুণগত শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। স্মার্ট ক্লাস, নিপুণ ত্রিপুরা, ছাত্রীদের বাইসাইকেল বিতরণ সহ বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে। জনজাতিদের শিক্ষার উন্নয়নে ২১টি একলব্য মডেল স্কুল নির্মাণের কাজ চলছে। আগের তুলনায় রাজ্যে এখন স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেক উন্নত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে সবার জন্য চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, পি.এম. কিষাণ, পি.এম. জনমন সহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সব অংশের মানুষকে বিভিন্ন সরকারি সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের স্বশক্তিকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারও মহিলাদের স্বশক্তিকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ইতিমধ্যেই ৫৫ হাজার স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। ৫ লক্ষেরও বেশি মহিলা বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনার কথাও মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাজের সাফল্যের নিরিখে রাজ্য সরকার ৩৫০টি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। নীতি আয়োগও রাজ্য সরকারের কাজের প্রশংসা করেছে। রাজ্যের সব অংশের মানুষের উন্নয়নের কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, শিক্ষা দপ্তরের সচিব ডা. মিলিন্দ রামটেকে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস, ধলাই জেলার জেলাশাসক বিবেক এইচ. বি, জেলা পুলিশ সুপার আর. দেশাই সহ অন্যান্য আধিকারিকগন। এই অনুষ্ঠানে স্বচ্ছ ভারত মিশনের ৮টি আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ি যাত্রার সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সদস্য জয়লাল দাস, আই.সি.এ.আর.-এর সদস্য প্রদীপ বরণ রায়, মোহনপুর পুর পরিষদের সদস্য শ্যামল দেবনাথ ও কার্তিক আচার্য, এবং মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তনু বিকাশ দাস প্রমুখ।শিবিরে কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে দুইজনকে ভর্তুকি মূল্যে পাওয়ার উইডার দেওয়া হয়। মোহনপুর পুর পরিষদের উদ্যোগে দুইজনকে সোলার লাইট প্রদান করা হয়। টি.ইউ.এল.এম.-এর উদ্যোগে পাঁচটি স্বসহায়ক দলকে ২৩ লক্ষ টাকার ঋণের মঞ্জুরিপত্র প্রদান করা হয়, পাশাপাশি গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি কিট বিতরণ করা হয়।এরপর কৃষিমন্ত্রী মোহনপুরের কলাগাছিয়া এলাকায় অবস্থিত সম্প্রীতি সদন কমিউনিটি হলে মোহনপুর ব্লকভিত্তিক জনকল্যাণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।এখানে বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে স্টল খোলা হয়, যেখানে উপভোক্তারা এবং মন্ত্রী স্টলগুলো পরিদর্শন করেন।শিবিরে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে দুইজন মৎস্যচাষিকে আইস বক্স, একজনকে কানি জাল, একজনকে দুই লক্ষ টাকার কে.সি.সি. ঋণের চেক এবং মৎস্যসহায়ক যোজনায় একজনকে ছয় হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সদস্য জয়লাল দাস এবং মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পুড়ে ছাই

● প্রথম পাতার পর

মুহূর্তের মধ্যেই আগুন আশপাশের দোকানপাট ও একটি ক্লাবে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আগুন দেখতে পেয়ে দমকল বাহিনীকে খবর দেন।
খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। তবে ততক্ষণে এলাকায় থাকা বেশ কয়েকটি দোকান এবং একটি ক্লাব সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগুনের তীব্রতায় দোকানগুলির ভেতরে থাকা বিপুল পরিমাণ মালপত্রও পুড়ে নষ্ট হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
ঘটনার পর পুলিশ ও দমকল বিভাগের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের কাজ শুরু করেছেন। তবে কী কারণে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দমকল ও পুলিশ যৌথভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে আজ সকালে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে পুর নিগম ও প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মেয়র জানান, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে রয়েছে প্রশাসন। ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি খতিয়ে দেখে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে তদন্ত চালানো হচ্ছে বলেও তিনি জানান।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা দ্রুত পুনর্বাসন ও আর্থিক সহায়তার দাবি জানিয়েছেন। তদন্তের পরই অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

পরিষেবা শীঘ্রই

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা, উদয়পুর, কুমারঘাট এবং ধর্মনগর স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজও চলছে। বর্তমানে ত্রিপুরা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১৯টিরও বেশি ট্রেন চলাচল করছে। তবে এতদিন রাজ্যের সমস্ত যাত্রীবাহী ট্রেন ডিজেল ইঞ্জিনের মাধ্যমে পরিচালিত হতো।
রেল সূত্রে জানা গেছে, এর আগে আগরতলা স্টেশন থেকে অসমের কাছাড় জেলার অরুণাচল জংশন পর্যন্ত বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ টানা যাত্রীবাহী ট্রেনের সফল ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে। নিয়মিত পরিষেবা চালুর আগে আরও কয়েকটি ট্রায়াল রান অনুষ্ঠিত হতে পারে।
এছাড়া যাত্রীবাহী ট্রেনের আগে দক্ষিণ অসমের বদরপুর স্টেশন থেকে ত্রিপুরার জিরানিয়া স্টেশন পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনচালিত প্রথম পণ্যবাহী ট্রেনও সফলভাবে চলাচল করেছে।
রেল আধিকারিকদের মতে, বিদ্যুতায়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেই সঙ্গে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অসমের শিলচর এবং ত্রিপুরার আগরতলা পর্যন্ত ‘বন্দে ভারত এক্সপ্রেস’-এর পরিষেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও রয়েছে। উল্লেখ্য, দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, ফিরোজপুর এবং পাটনার মতো শহরের সঙ্গে বর্তমানে ত্রিপুরার সরাসরি রেল সংযোগ রয়েছে। রাজ্যকে দেশের বিদ্যুতায়িত রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে যুক্ত করতে ২০২২ সালে ৪৬ কোটি টাকার রেল বিদ্যুতায়ন প্রকল্প শুরু হয়েছিল। এর ফলেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবা চালুর পথ প্রশস্ত হয়েছে।

দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের দাবি, রানুবালা সাহা প্রতিদিনই এলাকায় ঘোরাফেরা করতেন এবং প্রায়শই লতাপাতা সংগ্রহের জন্য জঙ্গলের ধারে যেতেন। গত তিনদিন ধরে তিনি বাড়িতে ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরা প্রথমে ভেবেছিলেন তিনি হয়তো অমরপুরে থাকা তাঁর মেয়ের বাড়িতে গিয়েছেন, কারণ পূর্বেও তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে সেখানে চলে যেতেন। ফলে তাঁরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে খোঁজখবর নেননি।
মৃতার ছেলে জানান, মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে তারা জানতে পারেন যে রানুবালা সাহার দেহ ড্রেনের মধ্যে পড়ে রয়েছে। এরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদেরও ঘটনাস্থলে ডাকা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলে মনে হলেও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।
গোটা ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রদ্যোৎ

● প্রথম পাতার পর

নয়, বরং তিপ্রাসা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন। আজ সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই দাবি করেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।সোমবার সামাজিক মাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, আজ তিপ্রাসাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। দীর্ঘ এক দশক ধরে না হওয়া ভিসি নির্বাচন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট রায় ঘোষণা দেবে। ব্যয়বহুল এই সংগ্রামের পর তিনি আশাবাদী যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত তিপ্রাসা জনগণের পক্ষে ন্যায়বিচার দেবে।তিনি দাবি করেন, গত ১০ বছর ধরে ভিসি নির্বাচন না হওয়ায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে জনগণের প্রতিনিধিত্বের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে রাজ্যের বিরোধীরা তিপ্রাসাদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা করলেও নির্বাচন নিয়ে আইনী লড়াই করেননি। শুধু বিরোধীরা সাংবাদিক সম্মেলনেই করে গেছেন। প্রদ্যোত কিশোর বলেন, এই লক্ষ্যে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগতভাবে আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। অনেক সময় তিনি একাই এই সংগ্রাম করেছেন। আদালতের মামলা পরিচালনা, ভ্রমণ ও অন্যান্য খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় হলেও তাঁর সংকল্পে কোনও ভাটা পড়েনি বলেও জানান তিনি।গ্রামের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed cover quotation on plain paper is hereby invited by the undersigned from the intending bona fide Indian Citizen and resourceful supplier having nursery registration for supply of the Areca nut poly bag Seedlings, Agar polybag seedlings, Pineapple (Sucker), Gandhaki Seedling for raising of Agro-forestry plantations under SCATFORM Project during the year 2026-27. Last date for receipt of tender application form (Technical & Financial) in complete shape as on before 22nd June, 2026 in office working hours. The bids shall be opened on 23rd June, 2026 at 4.30 AM. The bidder/ authorized representative may remain present during the time of opening of the bids. The tender amount must be quoted both in figures and words.

ICA/C-823/26

(S. Das, TFS)
Sub-Divisional Forest Officer
Kailashahar Forest Sub-Division

PNIT No. F. 03/EE/PWD(R&B)/KHW/2026-27 date: 10-06-2026

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B) on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of work/ DNIeT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	137/SE-II/ PWD(R&B)/2025-26(2nd Call)	1,44,31,390.00	2,88,628.00	365(Three hundred sixty five) Days
2	140/SE-II/ PWD(R&B)/2025-26(2nd Call)	1,44,79,545.00	2,89,591.00	365(Three hundred sixty five) Days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-819/26

Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

পলাতক আসামীর সন্ধান চাই

Ref:- BJN PS Case no. 2026 BJN 018 Dt. 21/04/2026
U/S 126(2)/121(2)/1019/31(5) BNS

পাশের ছবিগুলি (১) হরিকৃষ্ণ দাস @কৃষ্ণ-পিতা-নির্মল দাস (২) নির্মল দাস, পিতা-মৃত গোপাল দাস এবং (৩) চন্দন দাস, পিতা- মৃত গোপাল দাস সকলের সাং-পুরাতন আগরতলা থানা-বোধজংনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা। উপরে উল্লেখিত মোকদ্দমায় অপরাধ করার পর পলায়ন করেছে।
উপরে উল্লেখিত মোকদ্দমায় পলাতক আসামীগণের সম্বন্ধে কাহারো নিকট কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১। পুলিশ সুপার (প. ত্রিপুরা) -০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ৬০৩৩২৩৭৫১৪/ ১০০
৩। বোধজংনগর থানা - ০৩৮১-২৩৯-৬৭৮৭

Sd/-
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা
ICA/D-368/26

প্রতীক্ষার অবসান

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ও প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এরপর ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১৫ দিনের নির্বাচনী প্রচারের সুযোগ পাবেন প্রার্থীরা।২৭ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। কোনও কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন হলে তার জন্য অতিরিক্ত সময় রাখা হয়েছে। ভোট গণনা ৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ৫ অক্টোবরের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।উল্লেখ্য, এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন তিপরা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন যে, ভিলেজ কমিটিগুলির নির্বাচন নির্ধারিত আইনগত সময়সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়নি। সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৬ সালে এবং কমিটিগুলির পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হয় ৭ মার্চ ২০২১।১৯৯৪ সালের ‘ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (ভিলেজ কমিটি প্রতিষ্ঠা) আইন’-এর ধারা ৪ অনুযায়ী, বিদ্যমান কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নতুন নির্বাচন সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০২১ সালে নির্ধারিত নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে রাজ্যপালের তত্ত্বাবধানে প্রশাসকের মাধ্যমে ভিলেজ কমিটিগুলির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল।আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, ২০২২ সালের জুলাই মাসে ত্রিপুরা হাইকোর্ট দ্রুত নির্বাচন আয়োজনের নির্দেশ দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে নির্বাচিত ভিলেজ কমিটি না থাকায় উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হয়েছে এবং বহু এলাকায় স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।এদিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন বলেন, সুপ্রিমকোর্টে সত্যের জয় হয়েছে। তিনি জনজাতিদের উদ্দেশ্যে বলেন, তিপ্রাসাদের এখন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য, তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে নিজেদের মধ্যে লড়াই না করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।উল্লেখ্য, টিটিএএডিসি ত্রিপুরার প্রায় ৭০ শতাংশ ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং এখানে ১৯টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা বসবাস করে। তৃণমূল স্তরের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমানে মোট ৫৮৭টি ভিলেজ কমিটি রয়েছে।দীর্ঘদিন পর ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের নির্দিষ্ট সময়সূচি ঘোষণার খবরে এডিসি এলাকার বিভিন্ন মহলে উৎসাহ ও আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই নির্বাচন স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার পাশাপাশি তৃণমূল গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

কথা রয়েছে। বৈঠকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সরবরাহ শৃঙ্খল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), বিনিয়োগ অংশীদারিত্ব এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।এভিয়ানে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী মোদি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, জি৭ সম্মেলনে যোগ দিতে ফ্রান্সের এভিয়ানে পৌঁছেছি। বিশ্বনেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময়ের অপেক্ষায় রয়েছি। আরও টেকসই ও সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়তে সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।১৫ থেকে ১৭ জুন অনুষ্ঠিত ৫২তম জি৭ সম্মেলনে অংশীদার দেশ হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছে ভারত। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতের পাশাপাশি গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্বনেতাদের সামনে তুলে ধরবেন।এবারের জি৭ সম্মেলনে ভারতের এটি ১৩তম অংশগ্রহণ এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির টানা সপ্তম উপস্থিতি। ১৬ ও ১৭ জুন অনুষ্ঠিত আউটরিচ অধিবেশনগুলিতে অন্যান্য আমন্ত্রিত দেশের নেতাদের সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন তিনি।পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, এই অধিবেশনগুলিতে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব পুনর্গঠন, উন্নয়ন সহযোগিতা জোরদার করা, ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কার্যকর ও দক্ষ ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হবে।মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, জি৭ সম্মেলনে ভারতের নিয়মিত অংশগ্রহণ বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব সংক্রান্ত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের প্রতিফলন। পাশাপাশি জি২০ এবং ‘ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ’ সম্মেলনের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির অগ্রাধিকার, উদ্বেগ এবং উন্নয়নমূলক আকাঙ্ক্ষার পক্ষে সোচ্চার হয়েছে।

বৃদ্ধের দেহ

● প্রথম পাতার পর

জয়ন্তী দেববর্মা জানান, সন্ধ্যার পর থেকে বাবার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতদের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান মেলেনি।মঙ্গলবার সকালে পরিবারের সদস্যরা বাড়ির পুকুরে একটি দেহ ভাসতে দেখতে পান। কাছে গিয়ে তারা নিশ্চিত হন যে সেটি নিখোঁজ বৃদ্ধেরই দেহ। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে ভিড় জমান।খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই জানা যাবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই আকস্মিক ঘটনায় মৃতের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পাশাপাশি এলাকাবাসীর মধ্যেও গভীর শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে।

বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

নেতা বৈঠকে মিলিত হবেন। এর আগে, জি৭ সম্মেলনে যোগ দিতে এভিয়ানে পৌঁছালে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ প্রধানমন্ত্রী মোদিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। আউটরিচ সেশনের আগে দুই নেতা একে অপরকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ওই অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ জি৭ গোষ্ঠীর অন্যান্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।
এভিয়ানে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, বিশ্বনেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময়ের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি।
সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ তিনি লেখেন, “জি৭ সম্মেলনে অংশ নিতে ফ্রান্সের এভিয়ানে পৌঁছেছি। বিশ্বনেতাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময়ের অপেক্ষায় আছি। আরও টেকসই ও সমৃদ্ধ পৃথিবী গঠনে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এগিয়ে নিতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
১৫ থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৫২তম জি৭ সম্মেলনে অংশীদার দেশ হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছে ভারত। সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতের পাশাপাশি গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্বনেতাদের সামনে তুলে ধরবেন।
এবারের সম্মেলন ভারতের ১৩তম অংশগ্রহণ এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির টানা সপ্তম জি৭ সম্মেলন উপস্থিতি।
১৬ ও ১৭ জুন জি৭ সম্মেলনের আউটরিচ সেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে আমন্ত্রিত অন্যান্য দেশের নেতাদের সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের (এমইএ) মতে, আলোচনার মূল বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের পুনর্নবীকরণ, উন্নয়ন সহযোগিতা জোরদার করা, ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কার্যকর প্রয়োগ।
পররাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, জি৭ সম্মেলনে ভারতের নিয়মিত অংশগ্রহণ বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব সংক্রান্ত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার স্বীকৃতি বহন করে। পাশাপাশি জি২০ ও ‘ভয়েস অব গ্লোবাল সাউথ’ সম্মেলনের মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির অগ্রাধিকার, উদ্বেগ এবং উন্নয়নমূলক আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছে।

তালিকা প্রকাশ

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছেন মনু ব্লকে, ৬৬৮০০ জন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোটার রয়েছেন জম্পুইজলা ব্লকে, ৫৩০১৯ জন। সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছে কালাছড়া ব্লকে, ১১৪০ জন।

শান্তিরবাজারে তিন দিনব্যাপী জনকল্যাণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ জুন: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের নিরবচ্ছিন্ন ১২ বছরের শাসনকাল পূর্তি উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় তিনদিনব্যাপী বিশেষ ‘জনকল্যাণ শিবির’-এর আয়োজন করা হয়। শান্তিরবাজারের মুকুট অডিটোরিয়াম হলে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পরিষেবা ও জনমুখী প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সরাসরি অবহিত করা হয়।মঙ্গলবার সকাল ১১টায় আনুষ্ঠানিকভাবে শিবিরের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের গত ১২ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হলো উন্নয়ন ও জনসেবার সুফল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি., মহকুমা শাসক তরুণ কান্তি সরকার, শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা-সহ প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের একাধিক সদস্য। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সরকারি পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।শিবির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উদ্যোগে একাধিক তথ্য ও পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের নাম নথিভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল শিবিরের অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়াও কৃষি, বন, পুলিশ, মোটরযান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরের স্টল থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা সম্পর্কে জনসাধারণকে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়।নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে মাতৃমঙ্গল যোজনাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্যও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের সমাগম লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন স্টলে উপস্থিত কর্মকর্তারা সাধারণ মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। শিবিরে অংশগ্রহণকারী উপভোক্তারা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তাঁরা নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়াও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে তুলে ধরেন।প্রশাসনের মতে, সরকারি পরিষেবাকে আরও জনমুখী ও সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিন দিনব্যাপী জনকল্যাণ শিবিরের সফল আয়োজনকে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রশাসনের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। শিবিরের সফল সমাপ্তিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বস্তরের মানুষকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মবার্ষিকী উদযাপন: বিভিন্ন স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিবিধ প্রতিযোগিতার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: আগামী ২৬ জুন, ২০২৬ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এর অঙ্গ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপরে নব প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আগামী ২৫ জুন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আয়োজন করা হবে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার।রাজ্যের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়গুলিতে আগামী ২৩ জুনের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। মহাবিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের এক হাজার শব্দের মধ্যে প্রবন্ধ লিখতে হবে। বিদ্যালয়স্তরেও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীন বিদ্যালয়গুলির নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য আগামী ২২ জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে প্রবন্ধ লিখন প্রতিযোগিতা। অনুরূপভাবে জেলাস্তরের বিদ্যালয়গুলিতেও নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের পাঁচ’শ শব্দের মধ্যে প্রবন্ধ লিখতে হবে। মূল্যায়ণের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি বিভাগে বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের রাজ্য ও জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলিতে পুরস্কৃত করা হবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

আগরতলা, ১৬ জুন: স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার আগরতলা শহরের ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় তাঁকে। এ উপলক্ষে এআইডিওয়াইও, এআইডিএসও এবং এআইএমএসএস-এর যৌথ উদ্যোগে এক স্মরণসভা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানের সূচনায় সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান এবং দেশের প্রতি তাঁর আত্মত্যাগের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।বক্তারা বলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কেবল একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীই নন, তিনি ছিলেন দেশপ্রেম, মানবতা ও আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর অবদান আজও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।সভায় উপস্থিত বক্তারা বর্তমান প্রজন্ম, বিশেষ করে যুব সমাজকে দেশবন্ধুর আদর্শ ও মূল্যবোধ অনুসরণের আহ্বান জানান। তাঁরা বলেন, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে যুবকদের এগিয়ে আসতে হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দেশপ্রেম, নৈতিকতা এবং সংগ্রামী চেতনাকে ধারণ করতে হবে।
অনুষ্ঠানে সংগঠনগুলির সদস্য-সমর্থকসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর আদর্শকে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি হয়।

আগরতলা পুর নিগমের ১৪নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে স্বচ্ছতা অভিযান। ছবি নিজস্ব।

ইরানের সঙ্গে ট্রাম্পের চুক্তি ঘোষণার পর স্বচ্ছতার দাবি মার্কিন ডেমোক্র্যাটদের

ওয়াশিংটন, ১৬ জুন (আইএএনএস): মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়েছে বলে ঘোষণা করার এক দিনেরও কম সময়ের মধ্যে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশের দাবি তুলেছেন মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলি এখনও প্রকাশ করা হয়নি এবং চুক্তির বিস্তারিত না দেখে কংগ্রেস তার মূল্যায়ন করতে পারে না।

সিনেটে ডেমোক্র্যাট দলের নেতা চাক শুমার এই দাবির নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প চুক্তির ঘোষণা দেওয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরেও আইনপ্রণেতা এবং সাধারণ মানুষ এর প্রকৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছেন।

সিনেটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুমার বলেন, "আমাদের বহুবার বলা হয়েছে যে এই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রতিবারই হতাশ হতে হয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্যে অসঙ্গতি রয়েছে। এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মূল বিষয় লুকিয়ে থাকে খুঁটিনাটির মধ্যে, অথচ ট্রাম্প এখনও তাঁর কথিত সমঝোতার লিখিত পাঠ প্রকাশ করেননি।"

তিনি অবিলম্বে কংগ্রেসকে ব্রিফ করার দাবি জানিয়ে বলেন, "আমেরিকার জনগণের জানার অধিকার রয়েছে চুক্তিতে ঠিক কী রয়েছে। ট্রাম্পকে অবিলম্বে কংগ্রেস ও জনগণের সামনে চুক্তির সমস্ত বিবরণ তুলে ধরতে হবে এবং এই যুদ্ধের স্থায়ী অবসান ঘটাতে হবে।"

শুমার আরও প্রশ্ন তোলেন, মার্কিন সেনারা কি এখনও ঝুঁকির মধ্যে থাকবে, প্রশাসন কীভাবে যুদ্ধের ঘোষিত লক্ষ্য পূরণ করতে চায় এবং প্রস্তাবিত ৬০ দিনের আলোচনার রূপরেখা কী।

তাঁর দাবি, এই সংঘাতের ফলে যুক্তরাষ্ট্র বরং দুর্বল অবস্থানে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, "ট্রাম্প যুদ্ধ শুরু করার আগে যে অবস্থায় ইরান ছিল, এখন তার চেয়ে বেশি কট্টরপন্থী হয়ে উঠেছে। হরমুজ প্রণালী-এর উপর ইরানের প্রভাবও বেড়েছে। পেট্রোলের দাম এখনও যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের তুলনায় অনেক বেশি।"

ভার্জিনিয়ার ডেমোক্র্যাট সিনেটর টিম কেইন আলোচনায় অগ্রগতির খবরকে স্বাগত জানালেও সতর্ক অবস্থান নেন। তিনি বলেন, "যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে যে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ স্বাগত, তবে এতে নিহতদের জীবন ফিরে আসবে না এবং জ্বালানির দামও আগের অবস্থায় ফিরবে না।"

কেইনের মতে, "কূটনীতিই একমাত্র কার্যকর পথ যা নিশ্চিত করতে পারে যে ইরান কখনও পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করবে না।" একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন, সম্ভাব্য কোনও চুক্তিতে আর্থিক ছাড় বা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়গুলি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার।

সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট সদস্য জিন শাহিন-ও একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "কূটনৈতিক অগ্রগতি অবশ্যই স্বাগত এবং অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে তথ্য সামনে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে এই সংঘাতের মূল লক্ষ্যগুলি অর্জিত হয়নি।"

শাহিনের মতে, ইরানের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন, পারমাণবিক কর্মসূচির অবসান কিংবা ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও প্রক্সি গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রতিবেশীদের জন্য হুমকি কমানোর মতো লক্ষ্য পূরণ হয়নি। তিনি বলেন, "চুক্তির শর্তাবলি সম্পর্কে কংগ্রেসকে অবিলম্বে অবহিত করতে হবে এবং আইন অনুযায়ী যে কোনও পারমাণবিক চুক্তি কংগ্রেসের পর্যালোচনার আওতায় আসবে।"

প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য বেটি ম্যাককলাম ট্রাম্প ঘোষিত কাঠামোর সমালোচনা করে বলেন, এটি কেবল বিদ্যমান যুদ্ধবিরতির একটি অনিশ্চিত ৬০ দিনের সম্প্রসারণ মাত্র।

তাঁর বক্তব্য, "ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি, ইরানের জব্দকৃত আর্থিক সম্পদ এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির কোনও সমাধান এই কাঠামোয় নেই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কামিনী কুমার বিদ্যালয়ে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা, উপস্থিত রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ১৬ জুন: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করল কামিনী কুমার বিদ্যালয়। মঙ্গলবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সফল পড়ুয়াদের সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর সুখময় সাহা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সংবর্ধনা স্মারক ও সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। অতিথিরা শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে আগামী দিনেও অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের আহ্বান জানান।

বক্তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের এই সাফল্য শুধু তাদের ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টারও প্রতিফলন। ভবিষ্যতে তারা আরও বড় সাফল্য অর্জন করে রাজ্য ও দেশের নাম উজ্জ্বল করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতি পড়ুয়াদের সাফল্যকে সম্মান জানিয়ে তাদের আগামী দিনের পথচলার জন্য শুভকামনা জানানো হয়।

বক্সনগর ব্লকের উদ্যোগে, ডাকবাংলা মাঠ প্রাঙ্গনে জনকল্যাণ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৬ জুন: সাধারণ মানুষের দৌড় গোড়ায় প্রশাসন পৌঁছানোর জন্য এবং উন্নত পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনরকম অসুবিধা যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই,মোদি সরকারের বিশ্বাস উন্নয়ন ও জনকল্যাণে ১২ বছর গৌরবের অগ্রযাত্রায় সুশাসনের অঙ্গীকার, উন্নত ভিত্তি সু শাসন মেলার আয়োজন করা হয়েছে, বক্সনগর ডাকবাংলা মাঠ প্রাঙ্গণে।

সৌজন্যে বক্সনগর আর ডি ব্লক কর্তৃপক্ষ। আজ সকাল ১১ ঘটিকার সময় সুশাসন মেলার শুভ উদ্বোধন, করেন এলাকার বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন। মোদ্দা কথা হল সুশাসনের ১২ বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গরিব বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের কল্যাণে নিবেদিত গরিবের সেবা দেশের সেবা। মূলত আজকের সুশাসন মেলা বা যেন কল্যাণ শিবিরে, বক্সনগর ব্লকের ২১টি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জনসাধারণ তার মূল্যবান প্রশাসনিক কাগজপত্র করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। সোনামুড়া মহাকুমার সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক এবং কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন জনগণের পরিষেবায় কাজকর্ম দিতে। উল্লেখ করা যেতে পারে বিশেষ করে পি আর টি সি, এস সি,ওবিসি, ইনকাম সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, ম্যারিজ কার্ড, ইত্যাদি তো রয়েছে তার পাশাপাশি,, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের সহযোগিতায় সহজ শর্তে লোন এবং ইন্সুরেন্স,করানো হয় বিনা বাসায় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর,ড্রিংকিং ওয়াটার স্যানিটেশন, স্বচ্ছ ভারত, এডুকেশন, ইলেকট্রিসিটি, টিআরএম এল, আইসিডিএস, ওয়াটার রিসোর্ট, ফিশারী, ফরেস্ট, ওই সকল দপ্তরের আধিকারিক এবং কর্মকর্তা গন, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় এবং আলাপ-আলোচনা করেন, বাঁচাবারার রাস্তা এবং পরিবারকে সুখ সমৃদ্ধ উন্নত করা জন্য কি কি প্রয়োজন, সে বিষয়ে সচেতনতা করেন আমজনতা কে। আজকের এই সুশাসন মেলায় উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর আর ডি ব্লকের আধিকারিক সঞ্জীব কুমার পাল, আইএস মহিম দেববর্মা, বক্সনগর মনডলসভাপতি অনিল চন্দ্র দাস, পাঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান,স্বপ্না নমঃ, মহকুমা ডি সি, এ, আর ডি ডি, বক্সনগর ডক্টর শুলানকি সরকার, সি ডি পি ত্ত প্রবাল বমর্ন, অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা এবং, বিশিষ্ট সমাজ সেবক গন। আজকের সুশাসন মেলা ছিল উপস্থিতির হার লক্ষণীয়, আগামী ১৬/১৭ তারিখ পর্যন্ত থাকবে জন কল্যাণ সেবা শিবির।

শুধু অস্থায়ী সদস্যপদ বাড়ানোর প্রস্তাব খারিজ ভারতের, নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার তা হলে 'ব্যর্থতার কাছাকাছি' হবে: রাষ্ট্রসংঘে ভারত

রাষ্ট্রসংঘ, ১৬ জুন (আইএএনএস): রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ-এর সংস্কার নিয়ে চলমান আলোচনায় শুধুমাত্র অস্থায়ী সদস্যপদের সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাবকে কার্যত নাকচ করে দিল ভারত। ভারতের মতে, স্থায়ী সদস্যপদের সম্প্রসারণ ছাড়া যে কোনও সংস্কার উদ্যোগ "ব্যর্থতার কাছাকাছি" বলে বিবেচিত হবে।

রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি. হরিশ সোমবার আন্তঃসরকারি আলোচনায় (আইজিএন) বলেন, শুধুমাত্র অস্থায়ী সদস্যপদ বাড়ানো হলে বর্তমান পাঁচ স্থায়ী সদস্যের (পি৫) ক্ষমতার কাঠামোতে কোনও মৌলিক পরিবর্তন আসবে না।

বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য হল যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র।

হরিশ বলেন, "সদস্য রাষ্ট্রগুলি দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃত ও অর্থবহ সংস্কারের অপেক্ষায় রয়েছে। শুধুমাত্র অস্থায়ী সদস্যপদের সম্প্রসারণে সীমাবদ্ধ থাকলে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার অত্যন্ত অপর্যাপ্ত হবে এবং তা ব্যর্থতার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।"

তিনি আরও বলেন, ভারতের দীর্ঘদিনের দাবি হল স্থায়ী সদস্যপদের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদে ভারসাম্য ও ন্যায্যতা বৃদ্ধি করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঞ্চ৫ গোষ্ঠীর একচেটিয়া প্রভাব কমানো।

ইতালির নেতৃত্বাধীন ১২ সদস্যের গোষ্ঠী ঐকমত্যের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া (ইউএফসি), যার সদস্যদের মধ্যে পাকিস্তানও রয়েছে, নতুন স্থায়ী সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। ভারতের অভিযোগ, এই গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রক্রিয়াগত কৌশল ব্যবহার করে সংস্কার প্রক্রিয়াকে ধীর করার চেষ্টা করছে।

হরিশ নাম উল্লেখ না করেই বলেন, "যতক্ষণ না সব বিষয়ে ঐকমত্য হচ্ছে, ততক্ষণ কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে না এই ধরনের অবস্থানকে অগ্রগতি রোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।"

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য প্রক্রিয়ার মতো নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কার সম্পর্কিত আলোচনাও একটি নির্দিষ্ট খসড়া পাঠ্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। তাই আলোচনার সহ-সভাপতিদের স্পষ্ট সময়সীমা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে একটি আলোচনাপত্র তৈরির আহ্বান জানান তিনি। রাষ্ট্রসংঘ সনদের কথা উল্লেখ করে ভারতীয় প্রতিনিধি বলেন, সনদের ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের স্পষ্টভাবে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে স্থায়ী ও অস্থায়ী। ফলে "স্থায়ী সদস্যপদ" বলতে কী বোঝায়, তা নিয়ে নতুন করে ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন নেই।

সামাজিক ভাতা প্রদানের দাবিতে

● **আটের পাতার পর** সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীকে ঘেরাও করেও বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে বলে জানান তিনি।

এদিন তিনি সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়-এর সমালোচনা করে অভিযোগ করেন, প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চিত করে দলীয় বিবেচনায় অন্যদের ভাতার অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, এদিনের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনে সামাজিক ভাতা থেকে বঞ্চিত বলে দাবি করা বহু প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, বিধবা ও অসহায় মানুষও অংশগ্রহণ করেন।

১১ দফা দাবিতে সাব্রুম এসডিএম অফিসে সিপিআই(এম)-এর প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৬ জুন: বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক ১১ দফা দাবি সামনে রেখে মঙ্গলবার দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করেছে সিপিআই(এম)। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী মিছিল সহকারে এসডিএম অফিসে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও বিরূপ আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মিছিল কর্মসূচি বাতিল করা হয়।

দলের সাব্রুম লোকাল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে সিপিআই(এম)-এর প্রতিনিধি দল মহকুমা প্রশাসনের কাছে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবি-দাওয়া তুলে ধরে। দলের স্থানীয় নেতা মানিক মজুমদার সাব্রুমের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক তথা জেলা শাসক রতন দাসের হাতে দাবি সনদ তুলে দেন।

জানা গেছে, স্মারকলিপিতে এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবা সম্প্রসারণ, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নসহ সাধারণ মানুষের স্বার্থ জড়িত মোট ১১টি দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব দাবি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপও কামনা করা হয়।

ডেপুটেশন কর্মসূচি শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিপিআই(এম)-এর সাব্রুম লোকাল কমিটির সম্পাদক মানিক মজুমদার বলেন, এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি প্রশাসনের নজরে আনতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের দাবিতে ডিডব্লিউএস দপ্তরে সিপিআইএমের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ জুন: মাইছড়া অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলা পানীয় জলের সংকট নিরসনের দাবিতে মঙ্গলবার ড্রিংকিং ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন (ডিডব্লিউএস) দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে প্রতিনিধি দল নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন বিলোনিয়া বিধানসভার বিধায়ক দীপঙ্কর সেন।

সিপিআইএমের কলাবাড়িয়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই ডেপুটেশনে মাইছড়া এলাকার গাছবাড়িয়া, রাখিরাম পাড়া, আপ্ত পাড়া, বাহাদুর পাড়া ও পাল পাড়াসহ একাধিক এলাকার পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। প্রতিনিধি দল ডিডব্লিউএস-এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিজন দেববর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি জানায়।

ডেপুটেশন চলাকালীন বিধায়ক দীপঙ্কর সেন জানান, জিরতলি ও মাইছড়ার মধ্যবর্তী এলাকায় একটি জল পরিশোধন কেন্দ্র (ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) স্থাপনের প্রস্তাব তিনি আগেই বিধানসভায় উত্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জানান, একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

মাইছড়া সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির সম্পাদক মানিক বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে পানীয় জলের তীব্র সংকটের চিত্র তুলে ধরে বলেন, বিভিন্ন এলাকায় জল সরবরাহের প্রকল্প থাকলেও বহু মানুষ এখনও পর্যাপ্ত পানীয় জল পাচ্ছেন না। ফলে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে।

প্রতিনিধি দলের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিজন দেববর্মা। এ সময় বিধায়ক দীপঙ্কর সেন সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করে দ্রুত সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান। ডেপুটেশন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক দীপঙ্কর সেন বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, মাইছড়া সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির সম্পাদক মানিক বিশ্বাস, গণেশ দাস, নারায়ণ দেবনাথ, স্বপন দেবনাথসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

রাজ্যে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করতে প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আমবাসা টাউনহলে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৬ জুন: রাজ্যে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে পঠন পাঠনের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা নিয়মিতভাবে মনিটরিং করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ এবং নির্দেশ অনুসারে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে সহ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পর্যালোচনা এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। আজ আমবাসা টাউনহলে শিক্ষা দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে আমবাসা ও লংতরাইভ্যালি মহকুমার তিনটি ব্লকের ৪০০টি জুনিয়র বেসিক এবং সিনিয়র বেসিক, হাই ও হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকাদের সঙ্গে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন। আমবাসা ও লংতরাইভ্যালি মহকুমার আমবাসা, মনু ও ছামনু এই তিনটি ব্লকের অধীনস্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে দপ্তরের সচিব বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। শিক্ষার্থীদের বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত্তি যাতে মজবুত হয় সেই লক্ষ্য নিয়েই মূলত এই পর্যালোচনা বৈঠক।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ব্যক্তিগত নজরদারিতে রেখে গুণগত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার ভিত্তি যাতে সুদৃঢ় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে দপ্তরের সচিব শ্রীরামটেকে শিক্ষকমন্ডলীর প্রতি পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তিনি প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর শিক্ষার্থীদের পঠন পাঠনের দক্ষতার কতটুকু অগ্রগতি ঘটেছে তারও মূল্যায়ন করার জন্য বলেছেন। এই পর্যালোচনা বৈঠকে গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা এবং স্কুলগুলোর শিক্ষকদের পঠন-পাঠনের পদ্ধতির বিভিন্ন দিকগুলি নিয়েও আলোচনা করা হয়। আজকের এই পর্যালোচনা বৈঠকে ধলাই জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তা বিবেক এইচ বি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এসডিএমগণ, জেলা শিক্ষা আধিকারিক সহ বিদ্যালয় পরিদর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। এই ধরনের পর্যালোচনা বৈঠক ধারাবাহিকভাবে রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা স্তরে সংগঠিত হবে বলে শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

মা হওয়ার পরও শিক্ষার স্বপ্ন অটুট, নির্যাতিত নাবালিকার পাশে সিপাহিজলা সিডব্লিউসি ও ডিসিপিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য হয়েছিল সে। বর্তমানে তার বয়স ১৭ বছর। কোলে রয়েছে দুই বছরেরও কম বয়সী এক কন্যাশিশু। এর মধ্যেই তাকে সহ্য করতে হয়েছে গার্হস্থ্য হিংসা ও নানা ধরনের মানসিক নির্যাতন। তবুও শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ এতটুকুও কমেনি। সব প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে সে আবারও পড়াশোনা শুরু করতে চায়।

মঙ্গলবার দুপুরে সিপাহিজলা জেলার বক্সনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত মানিক্যনগর বাজারপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এলাকায় এক নাবালিকা মায়ের এই করুণ বাস্তবতার কথা সামনে আসে। জানা গেছে, পরিবারের এক আত্মীয়া, তার মামি তাকে জোরপূর্বক অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের পর থেকে সে বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ।বর্তমানে ওই কিশোরী পুনরায় বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তার এই ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে সিপাহিজলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি) এবং সিপাহিজলা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট (ডিসিপিইউ)। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাবালিকার শিক্ষা, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি তার এবং তার শিশুকন্যার সার্বিক কল্যাণের বিষয়েও নজর রাখা হবে।

আগরতলা শহরের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে স্মারকলিপি দিল সিপিআই(এম) পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: আগরতলা শহরের বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা ও স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজকর্মে অনিয়মের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কবাদী)-র পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটি।

এদিন দলের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের কার্যালয়ে গিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করে এবং শহরের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্মারকলিপিতে শহরের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি সংক্রান্ত একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়।

ডেপুটেশনের নেতৃত্বদানকারী সিপিআই(এম) নেতা অমল চক্রবর্তী জানান, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের বিভিন্ন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা ও অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রতিনিধি দলের উত্থাপিত অভিযোগ ও দাবিগুলির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

অমল চক্রবর্তীর অভিযোগ, শাসকদলের কিছু মণ্ডল নেতা এবং বিভিন্ন স্তরের নেতাদের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে প্রকল্পের স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষও নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

তিনি অবিলম্বে এ ধরনের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার দাবি জানিয়ে বলেন, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত পরিবেশে উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালিত হলে আগরতলা শহরকে আরও সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। পাশাপাশি শহরের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সকল পক্ষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি।

স্মারকলিপি প্রদানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলোচনা শুরু হয়েছে। এখন স্মার্ট সিটি কর্তৃপক্ষ অভিযোগগুলির ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে শহরবাসীর।

গন্ডাছড়া রইস্যাবাড়ি ব্লকের উদ্যোগে জনকল্যাণ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৬ জুন: গন্ডাছড়া মহকুমার রইস্যাবাড়ি ব্লকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো জনকল্যাণ শিবির। প্রত্যন্ত রইস্যাবাড়ি এলাকায় অনুষ্ঠিত উক্ত জনকল্যাণ শিবিরে লোক সমাগমও ছিলো লক্ষণীয়।দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনকল্যাণমুখী সুশাসনের বারো বছর পূর্তি উপলক্ষে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত রইস্যাবাড়ী আরডি ব্লকের উদ্যোগে ব্লক চত্বরেই একদিনের জনকল্যাণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় সোমবার।

জনকল্যাণ শিবিরের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবক ধন্যমানিক ত্রিপুরা, সমীররঞ্জন ত্রিপুরা পঞ্চায়েত সুপারভাইসর সুমন্তসেন চাকমা, ডিসিএম সুভাষ দেবনাথ। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিএসি চেয়ারম্যান প্রদীপ জমাতিয়া। স্বাগত ভাষণ রাখেন পঞ্চায়েত সুপারভাইসর সুমন্তসেন চাকমা।

উক্ত জনকল্যাণ শিবিরে জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প, পরিষেবা এবং জনমুখী উদ্যোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনকল্যাণ শিবিরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে উপস্থিত বক্তারা বক্তব্য রাখেন। এই ধরণের শিবিরের ফলে সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সহ সরকারী বিভিন্ন প্রকল্প সহজে গ্রহণ করতে পারবেন বলে অনেকের অভিমত। প্রধান অতিথির ভাষনে ধন্যমানিক ত্রিপুরা বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর বারো বছর পূর্তি উপলক্ষে যে জনকল্যান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে এতে সরাসরি উপকৃত হবেন সাধারণ মানুষ।

হাতের নাগালে সাধারণ মানুষ পাবে সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা। অতিথি সমাজসেবক সমীররঞ্জন ত্রিপুরা তার সংক্ষিপ্ত ভাষনে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুশাসনের বারো বছর পূর্তিতে রাজ্যব্যাপী যে জনকল্যাণ শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এর মাধ্যমে সরকারী জনমুখী কর্মসূচী গুলি আরো কার্য্যকর ভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

তিন দফা দাবিতে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ডেপুটেশন ও গণঅবস্থান

আগরতলা, ১৬ জুন: নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্মী মনীষা দাস হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করে গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। পরে সংগঠনের উদ্যোগে আগরতলার প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় দুই ঘণ্টাব্যাপী গণঅবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়।

কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে তিন দফা দাবি উত্থাপন করেন। তাঁদের দাবি, পেট্রোল-ডিজেল, রান্নার গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে শিশু প্রত্যাহার এবং কর্মী ও সহায়িকাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত করার উদ্যোগ বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

এছাড়াও শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্মী মনীষা দাস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানায় সংগঠনটি। গণঅবস্থান কর্মসূচি থেকে বক্তারা অভিযোগ করেন, ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত না হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।

কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেতৃত্ব বলেন, মনীষা দাস হত্যাকাণ্ডের তদন্ত নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থে একজন কার্যরত বিচারপতির (সিটিং জজ) তত্ত্বাবধানে তদন্ত পরিচালনা করা প্রয়োজন। তাঁরা অবিলম্বে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সম্পন্ন করে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, উত্থাপিত দাবিগুলির দ্রুত সমাধান না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবে তারা। এদিনের কর্মসূচিতে সংগঠনের বিপুল সংখ্যক সদস্য ও সমর্থক অংশগ্রহণ করেন।

সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে জেলা সফরে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৬ জুন: দলীয় সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে জেলা সফর শুরু করেছেন বিজেপির নবনিযুক্ত প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার খোয়াই জেলার বিজেপি কর্মী ও পদাধিকারীদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

খোয়াইয়ের নতুন টাউন হলে বিকেল চারটায় আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়, মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, স্থানীয় বিধায়কসহ দলের অন্যান্য নেতা ও পদাধিকারীরা।

বৈঠকে সাংগঠনিক কার্যক্রম, দলীয় কর্মসূচি এবং আগামী দিনের রণকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রদেশ সভাপতি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক দেবরায় জানান, সোমবার থেকে তিনি জেলার সফর শুরু করেছেন। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো জেলা পর্যায়ের দলীয় পদাধিকারীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করা। তিনি বলেন, "দলের সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও সুসংহত ও গতিশীল করতে জেলা পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

ধলাই জেলাকে হারিয়ে মেয়েদের কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জেলা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। "ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট কাবাডি গার্লস অর্গানাইজিং কমিটি"-র উদ্যোগে আয়োজিত মেয়েদের একদিনের অনবদ্য এক কাবাডি টুর্নামেন্ট গত ১৫ জুন এক জমকালো সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হলো। স্থানীয় এনএসআরসিসি ইনডোর হলে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে রাজ্যের মোট ছয়টি জেলা অংশ নিয়েছিল। দিনভর চলে হাড্ডাহাড্ডি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াই। টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল শক্তিশালী পশ্চিম জেলা এবং ধলাই জেলা। চূড়ান্ত উত্তেজনার এই ফাইনাল ম্যাচে ধলাই জেলাকে মাত্র ৩ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করে শিরোপা ছিনিয়ে নেয় পশ্চিম জেলা। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জেলা দলকে ৫,০০০ টাকা, রানার্স-আপ ধলাই জেলাকে ৩,০০০ টাকা এবং সেকেন্ড রানার্স-আপ ঊনকোটি জেলাকে ১,০০০ টাকা প্রাইজমানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার সেরা রাইডার নির্বাচিত হন ইশা সিনহা এবং সেরা ডিফেন্ডারের পুরস্কার পান চলন্ত ত্রিপুরা।এই টুর্নামেন্টটির আয়োজনের পেছনে ছিল এক বিশেষ ও আবেগঘন কারণ। পশ্চিম জেলার প্রতিভাবান মেয়ে কাবাডি খেলোয়াড় পায়েল দাস অল ইন্ডিয়া সাই-এর কোকড়াঝাড় সেন্টারে প্রশিক্ষণের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছে। কাবাডির আঙিনায় উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে পায়েল রওনা হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে, তার সতীর্থ খেলোয়াড়রা তাকে বিদায়ী শুভেচ্ছা ও সম্মান জানাতেই মাঠের এই লড়াই উপহার দেয়। টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে সারা দিন ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। আয়োজকদের সুপরিচালনায় সন্ধ্যায় সমাপনী মঞ্চে এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নারী শক্তিকে ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং আগামী দিনে রাজ্যে কবাডি খেলার মানোন্নয়নে এই ধরনের প্রতিযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু হওয়া জমকালো সমাপনী অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল পুরস্কার বিতরণী পর্ব। চ্যাম্পিয়ন দল পশ্চিম জেলার হাতে পুরস্কার তুলে দেন গায়ত্রী পরিবারের পক্ষে কামরাজ সরকার এবং কাবাডি সংস্থার জয়েন্ট সেক্রেটারি মনোজ কুমার দেবনাথ। প্রথম রানার্স-আপ দল ধলাইয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেন গায়ত্রী পরিবারের সদস্য মঞ্জু সূত্রধর ও শাশ্বতী সরকার। এছাড়া সেকেন্ড রানার্স-আপ ঊনকোটি জেলার হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্বপন সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা খেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের চমৎকার ক্রীড়াশৈলী ও খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রতিটি দলের লড়াকু মানসিকতাকে সম্মান জানিয়ে বিশেষ স্মারক ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ২৬ জুন থেকে "স্পোর্টস ফেস্ট" শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।।আগামী ২৬ জুন থেকে আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব-কমিটির ব্যবস্থাপনায় শুরু হতে যাচ্ছে 'স্পোর্টস ফেস্ট ২০২৬'। আজ মঙ্গলবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৬ জুন (শুক্রবার) উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেলে সাংবাদিকদের নিজেদের মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এই ম্যাচের জন্য রিপোর্টিং টাইম নির্ধারণ করা হয়েছে বিকেল সাড়ে ৫টা এবং খেলা শুরু হবে ঠিক সন্ধ্যা ৬টায়।এর পরদিন, অর্থাৎ ২৭ জুন (শনিবার) থেকে শুরু হবে ইনডোর গেমসের আসর। এদিন বেলা আড়াইটায় রিপোর্টিং ও বিকেল ৩টা থেকে লুডো টুর্নামেন্ট শুরু হবে, যার জন্য নাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ২৪ জুন। এছাড়া ২৯ জুন (সোমবার) বেলা আড়াইটায় রিপোর্টিং ও বিকেল ৩টা থেকে দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য আগামী ২৬ জুনের মধ্যে নাম জমা দিতে হবে। আজ স্পোর্টস সাব-কমিটির এই বৈঠকে কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।স্পোর্টস ফেস্ট-এর মূল আকর্ষণ হিসেবে আগামী ১১ জুলাই ক্ষুদিরাম বসু স্কুলের মাঠে সাংবাদিকদের নিয়ে আয়োজিত হবে 'আগরতলা প্রেসক্লাব ফুটবল প্রিমিয়ার লিগ'। মোট চারটি দল নিয়ে এই টুর্নামেন্ট খেলা হবে এবং বিজয়ী দলগুলোকে আকর্ষণীয় প্রাইজমানি দেওয়া হবে। এই লিগের জন্য দল গঠনের লক্ষ্যে আগামী ৮ জুলাই সাংবাদিক খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি প্লেয়ার অকশন (খেলোয়াড় নিলাম) অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী সময়ে স্পোর্টস ফেস্ট-এর অন্যান্য ইভেন্ট যেমন চাইনিজ চেকার, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন এবং ক্রিকেটের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হবে। সবশেষে অনুষ্ঠিত হবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও। সামগ্রিক ক্রীড়া উৎসবের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে আজ এক প্রেস বিবৃতিতে তথ্যগুলো তুলে ধরেছেন স্পোর্টস সাব-কমিটির কনভেনার তথা আগরতলা প্রেসক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভিষেক দে। প্রেসক্লাবের এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

১ রানে রোমাঞ্চকর জয় : এগিয়ে চল-কে নকআউট করে ফাইনালে ব্লাডমাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। ফাইনালে মৌচাক ক্লাবের মুখোমুখি হবে ব্লাড মাউথ ক্লাব।১৮ জুন হবে আসরের ফাইনাল ম্যাচ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল মঙ্গলবার ব্লাড মাউথ ক্লাব ১ রানে পরাজিত করে এগিয়ে চলো সংঘকে। মূলতঃ নিচের সারির ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পরাজিত হতে হয়েছে এগিয়ে চল সংঘকে। ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব প্রথমে ব্যাট করে ১৬৬ রান করেছিল। বৃষ্টির ফলে ভি জে ডি মেথডে এগিয়ে চলো সংঘের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ২৯ ওভারে ১১৯ রান। এগিয়ে চলো সংঘ ১১৭ রান করতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বৃষ্টির জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন ব্লাড মাউথ ক্লাব ৬ উইকেটে ১৬৬ রান করে। দলের পক্ষে রিজু সাহা ৭০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩, অনামিকা দাস ৫৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, অন্তরা দাস ২৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ ,অম্বিকা দেবনাথ ২২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং দেবাদ্রিতা দেব ৫১ বল খেলে ২১ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৬ রান।জবাবে খেলতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ২৯ ওভারে ১১৯ রান। এই রান তারা করতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘ ১১৭ রান করে ৯ উইকেট হারিয়ে। দলের পক্ষে মামন রবি দাস৪০ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, মৌটুসী দে ২৮ বল খেলে ১৭, সায়ন্তিকা নমঃ দাস ৩৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩, অন্নপূর্ণা দাস ১০ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং মেঘা সরকার ৩৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৪ রান। ব্লাড মাউথ ক্লাবের পক্ষে অন্বেষা দাস ২০ রানে ৪ টি এবং নিকিতা দেবনাথ ২১ রানে ২টি উইকেট দখল করেন।

দুরন্ত পারফরম্যান্সেও শেষরক্ষা হল না, আত্মঘাতী গোলে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে জয় হাতছাড়া মিশরের

চলতি বিশ্বকাপের বয়স মাত্র ৪ দিন। আর তার মধ্যেই হয়ে গিয়েছে জোড়া অঘটন। নেদারল্যান্ডসকে আটকে এশীয় সূর্যোদয় ঘটিয়েছে জাপান। মরক্কর সঙ্গে ড্র করে কোনওক্রমে সম্মান বাঁচিয়েছে ব্রাজিল। আবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেনকে গোলের খাতাই খুলতে দেয়নি কেপ ভার্দে। গোলশূন্য ড্র করে বুঝিয়ে দিয়েছে, এই মঞ্চে কিছুই অসম্ভব নয়। সেই সোমবার গভীর রাতে ঘটে যেতে পারত আরও এক অঘটন। জন্মদিনে দেশবাসীকে সবচেয়ে বড় উপহার দিতে পারতেন মহম্মদ সালাহ। যদি না দ্বিতীয়ার্ধে বেঞ্চ থেকে মাঠে নামা রোমেলু লুকাকুকে রুখতে গিয়ে মারাত্মক ভুলটি না করতেন হানি।

এডেন হ্যাজার্ড, লুকাকুদের সৌজন্যে ২০১৮ বিশ্বকাপে লম্বা লাফ দিয়েছিল বেলজিয়াম। চলতি টুর্নামেন্টে, সেই হ্যাজার্ড দলের সহকারী কোচ এবং লুকাকুকে ছাড়াই প্রথম একাদশ সাজান কোচ। কুর্তোয়া-ডে'ব্রুইনরা আছেন এখনও। তবে ডে'ব্রুইনদের বয়স হয়েছে। আগের ধার আর নেই। নইলে এ দিন যে বলখানা পেয়েছিলেন বেলজিয়ান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার, বছর কয়েক আগে হয়ে নিশ্চিত তাতে 'গোল' শব্দটা বসানো থাকত! শুরুতে বল পজেশনে বেলজিয়াম এগিয়ে থাকলেও সমানে টক্কর দিতে শুরু করে প্রতিপক্ষও। ফল মেলে ২০ মিনিটে। রাইট উইং থেকে সালাহর দুরন্ত পাশ থেকে নিখুঁত গোলে মিশরকে এগিয়ে দেন আশৌর। আদ্যপান্ত ফুটবল পরিবারে জন্ম তাঁর। ছোটবেলায় মিশরের ক্লাব গজল-এল-মহল্লার বয়সে বড়দের সঙ্গে নিয়মিত ট্রেনিং করতে যেতেন। কিন্তু ক্লাব কোচরা তাঁকে ক্রমাগত উপেক্ষা করায় ইমাম ভেবেছিলেন, দরকার নেই ফুটবল খেলে! লাভ নেই কিছু। তার চেয়ে অন্য কিছু করা ভালো। এক সাক্ষাৎকারে একবার বলেওছিলেন, "আমি এল মহল্লা ক্লাবে খেলতাম, আমার দাদারা সেখানে খেলত বলে।" পরে সেই ইমামই মিশনের নব্য প্রতিভাদের অন্যতম হিসেবে তড়িৎগতিতে উঠে আসেন! আর আজ? সোমবার? মিশরের জার্সিতে প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন ইমাম। আর সেখানেই কিনা দুর্ধর্ষ একটা গোল! সরাসরি বিশ্বকাপের বিশ্বমঞ্চে। সেটাও কাদের বিরুদ্ধে? না, বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে! যারা বর্তমানে এক দশক আগের মতো ভয় ধরানো না হলেও, মাঝে-মধ্যে প্রতিপক্ষকে 'দংশনে' মোটের উপর পারদর্শী।

সালাহ-মারমুশ মিলে প্রায়ই ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিলেন টিনটিনের দেশের ডিফেন্সকে! বারের নিচে একাধিকবার দলের দুর্গ রক্ষা করতে হল কুর্তোয়াকে। দ্বিতীয়ার্থে ৫৭ মিনিটের মাথায় ব্যবধান বাড়ানোর সোনালী সুযোগ হাতছাড়া করেন মারমোস। বক্সের ভিতর থেকে সালাহর নেওয়া শট গ্রিপ বা ফিস্ট না করে সামনে ঠেলে দেন বেলজিয়াম গোলকিপার কুর্তোয়া। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন ইজিপশিয়ন ফরোয়ার্ড। তবে লুকাকু নামতেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন চকোলেটি দেশের দর্শকরা। খেলার পঁয়ষট্টি মিনিট নাগাদ ১-১ করল বেলজিয়াম। স্কোরশিটে মিশর ফুটবলার মহম্মদ হানির আত্মঘাতী গোল হিসেবে লেখা থাকলেও আদতে গোলটা লুকাকুর! ঘাড়ের উপর দুই মিশর ডিফেন্ডারকে নিয়ে বিশালাকায় শরীর সহ লুকাকু গোল-সীমান্তে ঢুকে না পড়লে, ১-১ হয় না। অল্পের জন্য বল তাঁর পায়ে লাগেনি। কিন্তু তাঁর পা থেকে টিমকে বাঁচাতে গিয়ে হানির পা ভুল করে বসেছিল। গত এক বছর কোনও ক্লাব ফুটবল খেলেননি লুকাকু। ফুটবলের সঙ্গে কোনও সংস্পর্শই ছিল না তাঁর। কিন্তু তার পরেও টিমকে পরোক্ষে বিশল্যকরণী প্রদানে তাঁর সমস্যা হয়নি।

চলতি বিশ্বকাপে গোটা কতক ম্যাচ পর্যবেক্ষণের পর একটা প্রশ্ন বিশ্বফুটবলে প্রবল ভাবে উঠছে। লাতিন আমেরিকা আর ইউরোপের সঙ্গে কি ফুটবল-দক্ষতার ব্যবধান ক্রমশ কমিয়ে ফেলছে আফ্রিকা-এশিয়ার দলগুলো? টুর্নামেন্টের বয়স বাড়লে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে। বিশ্বকাপের পঞ্চম দিনে ম্যাচ হয়েছে চারটি, সব কটিই শেষ হয়েছে সমতায়। স্পেন—কেপ ভার্দে ০—০, বেলজিয়াম—মিসর ও সৌদি আরব---উরুগুয়ে ১---১ এবং ইরান---নিউজিল্যান্ড ২---২ ড্র করেছে।ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক দিনে চারটি ড্র দেখা গেল ৬৮ বছর পর। সুইডেনে হওয়া ১৯৫৮ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ১৫ জুন ড্র করেছিল সুইডেন—ওয়েলস (০—০), যুগোস্লোভিয়া—প্যারাগুয়ে (৩—৩), ইংল্যান্ড—অস্ট্রিয়া (২—২) ও নর্দান আয়ারল্যান্ড --- জার্মানি (২—২)।১৯৩০ থেকে শুরু হওয়া ফিফা বিশ্বকাপে এক দিনে চারটির ড্রর ঘটনা এ দুটিই।

হলফনামা

আমি, রাবিয়া খানম লস্কর, স্বামী- প্রয়াত কামরুজ্জামান লস্কর, পিতা- আব্দুল খালিক, ঠিকানা - মসজিদ রোড, শান্তি পাড়া, পোস্ট অফিস- আগরতলা, থানা- পূর্ব আগরতলা, পিন- ৭৯৯০০১, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স প্রায় ৫৬ বছর, ধর্মে মুসলিম, পেশায় গৃহিণী, এতদ্বারা ঘোষণা ও প্রত্যয়ন করছি যে আমার বিবাহের পূর্বে আমার নাম ছিল "আয়েশা খাতুন (AYESHA KHATUN)", যা আমার স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নং ২৮, তারিখ ০২.০৫.১৯৯১ এবং নাগরিকত্ব সনদ নং ১৬, ০০৬/SDO/SDR/CRC/৯৬, তারিখ ১২.১২.১৯৯৬-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

পরবর্তীতে প্রয়াত কামরুজ্জামান লস্করের সঙ্গে বিবাহের পর আমি "রাবিয়া খানম লস্কর (RABIA KHANAM LASKAR)" নাম গ্রহণ করি এবং বর্তমানে উক্ত নামেই পরিচিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছি। আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র (EPIC) এবং পারিবারিক রেশন কার্ডে উক্ত নাম যথাযথভাবে নথিভুক্ত রয়েছে।

আমার কাবিননামা, তারিখ ০২.০৫.১৯৯৭ এবং Class-II মার্কশিট, তারিখ ২৩.১২.১৯৮৬-এ ভুলবশত আমার নাম "আয়েশা বেগম (AYESHA BEGAM)" হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা সঠিক নয়।

আমি এফিডেবিট নম্বর IN-TR42298234527009Y DT. 12-06-2026 জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট 1st Class সম্মুখে ঘোষণা করছি যে "আয়েশা খাতুন (AYESHA KHATUN)", "আয়েশা বেগম (AYESHA BEGAM)" এবং "রাবিয়া খানম লস্কর (RABIA KHANAM LASKAR)" এই তিনটি নাম একই ব্যক্তির নাম এবং আমার জন্মতারিখ ০২.০১.১৯৭০। উল্লিখিত সকল নথিতে বর্ণিত ব্যক্তি আমি নিজেই এবং একই ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হব।

CORRIGENDUM

E-Tender vides No.3780/F.14/Comn/2026 dated 18/05/2026 as well as tender ID. No. 2026_SPCO_73052_1 dated 23/05/2026 for Supply of Control Unit (Bosch) for PA System will be extended for 7 (seven) days upto 23/06/2026 by the Tender Inviting Authority.

Sd/
15/06/2026
Superintendent of Police
(Communication)
Tripura; Agartala

ICA/C-829/26

হিন্দি স্কুলকে ১০ উইকেটে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় উমাকান্ত একাডেমির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। স্কুল ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেলো উমাকান্ত একাডেমি। " সি " গ্রুপে ৪ ম্যাচ খেলে ১০ পয়েন্ট পেয়ে আপাতত শীর্ষে উমাকান্ত একাডেমি। তবে তাকিয়ে থাকতে হবে আগামীকাল (বুধবার) নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এবং এডি নগর ম্যাচের দিকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে। নীপকো মাঠে মঙ্গলবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে উমাকান্ত একাডেমি ১০ উইকেটে হারিয়ে দেয় হিন্দি স্কুল কে। বৃষ্টির জন্য আউট ফিল্ড ভিজে থাকায় নির্ধারিত সময়ের পর খেলা শুরু হয়। ফলে ওভার কমিয়ে ৫ করা হয়। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে হিন্দি স্কুল মাত্র ২০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ৮ রান। উমাকান্ত একাডেমির পক্ষে অনিক দাস ১২ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে।জবাবে খেলতে নেমে ৬ বল খেলে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় উমাকান্ত একাডেমি। দলের পক্ষে জয়দীপ দাস ৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে।

মহিলা ক্রিকেটে তরুণ সংঘকে হারিয়ে ফাইনালে মৌচাক ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। অঘটন ঘটিয়ে ফাইনালে মৌচাক ক্লাব। আসরের হট ফেভারিট তরুণ সংঘকে সেমিফাইনাল ম্যাচে পরাজিত করলো মৌচাক ক্লাব। ৭ উইকেটে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে তরুণ সংঘের ৮৬ রানের জবাবে বৃষ্টির জন্য মৌচাক ক্লাবের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়িয়ে ছিল ১৮ ওভারে ৪৪ রান। ওই রান তারা করতে নেমে ১৩ বল বাকি থাকতে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। সোমবার রাতে বৃষ্টি হওয়ায় উইকেট অনেকটা সেট ছেঁতে হয়ে গিয়েছিল।এ দিন সকালে মোক্ষম টসে জয়লাভ করে ফায়দা তুলে নেয় মৌচাক ক্লাব। তারকা খচিত তরুণ সংঘ কে শুরু থেকেই চাপে ফেলে দেন মৌচাক ক্লাবের বোলাররা। করেন নিয়ন্ত্রিত বোলিং। আর তাতেই ক্রমাগত উইকেট হারাতে থাকে তরুণ সংঘ। বৃষ্টির জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন তরুণ সংঘ ৩৬ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৮৬ রান করেছিল। দলের পক্ষে স্নিগ্ধা সরকার সাতান্ন বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, রুম্পা সিং ৪৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং ইন্দ্র রাণী জমাতিয়া ৩১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। মূলত ঝুমকি দেবনাথ, অস্মিতা দেবনাথ এবং ইন্দ্র রাণী রান না পাওয়ায় চাপে পড়ে যায় তরুণ সংঘ। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। মৌচাক ক্লাবের পক্ষে নিবেদিতা দাস ৭ রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ১৫.৫ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় মৌচাক ক্লাব। দলের পক্ষে অনুষ্কা ৪৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং ভূমিকা নায়েক ৩৪ বল খেলে ১২ রান সংগ্রহ করেন।

সাব-জুনিয়র জাতীয় কিকবক্সিংয়ে অংশ নিতে ইন্দোর রওনা দিল ত্রিপুরার ৭ সদস্যের দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন।। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরে আগামীকাল থেকে ২১ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'সাব-জুনিয়র জাতীয় কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬'। ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক এবং বিশ্ব কিকবক্সিং সংস্থা অনুমোদিত 'ওয়াকো ইন্ডিয়া কিকবক্সিং ফেডারেশন'-এর উদ্যোগে এই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। দেশের কিকবক্সিং খেলার প্রকৃত জাতীয় সংস্থা হিসেবে পরিচিত এই টুর্নামেন্টে দেশের মোট ২৮টি রাজ্যের খেলোয়াড়রা অংশ নিচ্ছেন। মর্যাদাপূর্ণ এই জাতীয় আসরে অংশ নিতে আজ বিমানযোগে ইন্দোরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে ত্রিপুরার খুদে কিকবক্সাররা। 'ত্রিপুরা কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশন'-এর ব্যানারে এই প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার ৭ জন কিকবক্সার রাজ্য দলের প্রতিনিধিত্ব করবে।রাজ্য দলে স্থান পাওয়া নির্বাচিত এই ৭ জন প্রতিভাবান কিকবক্সার হলেন বিরাজ বণিক, কাশনি কর, প্রিয়াংশি সোম, পরিধি সূত্রধর, সামুদ্রিকা সূত্রধর, ডালেজা বর্ধন ও সঞ্চালি রায়। দলগত সাফল্যের লক্ষ্যে এই কিকবক্সারদের সঙ্গে টিম কোচ হিসেবে গিয়েছেন চমন সিং গৌড় এবং কৃষ্ণ দে। জাতীয় স্তরের এই মঞ্চে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স উজাড় করে দিয়ে সাফল্য ছিনিয়ে আনতে পারে, সেই লক্ষ্যে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এক প্রেস বিবৃতিতে রাজ্য দলের সদস্যদের এই যাত্রার খবর জানিয়ে দলের সকল খেলোয়াড় ও কোচদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন ত্রিপুরা কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিব পিনাকী চক্রবর্তী। জাতীয় স্তরে ত্রিপুরার এই খুদে কিকবক্সারদের হাত ধরে পদক আসবে, এমনটাই আশা করছে রাজ্যের ক্রীড়ামহল।

বিশ্বকাপে এক হারেই ছাঁটাই ? টিউনিশিয়া শিবিরে ক্ষোভ

সপ্তম বার বিশ্বকাপ খেলতে এসে প্রথম ম্যাচেই ৫ গোল হজম। অথচ যোগ্যতা অর্জন পর্বে একটিও গোল না খেলে মূলপর্বে এসেছে টিউনিশিয়া। প্রথম ম্যাচে হতাশাজনক ফলের কোপ পড়তে চলেছে কোচ সাবরি লামোচির উপর। বিশ্বকাপের মাঝেই চাকরি খোয়াতে পারেন ফ্রান্সের প্রাক্তন ফুটবলার।

আফ্রিকার গ্রুপ এইচে ১০টি ম্যাচের ন'টিই জিতেছিল টিউনিশিয়া। একটি ম্যাচ ড্র করে তারা। যোগ্যতা অর্জন পর্বের পারফরম্যান্স দেখে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করেছিলেন, বিশ্বকাপে অঘটন ঘটাতে পারে আফ্রিকার দেশটি। কিন্তু প্রথম ম্যাচে প্রত্যাশার ধারে কাছেও পৌঁছোয়নি টিউনিশিয়ার ফুটবল। সুইডেনের সামনে দাঁড়াতে পারেনি তারা। ফল ১-৫ ব্যবধানে হার। প্রতিযোগিতার শুরুতেই এই ভরাডুবিতে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ সে দেশের ফুটবল কর্তারা। সাবরিকে ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিউনিশিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এমনই দাবি করেছে টিউনিশিয়ার সংবাদমাধ্যম।

৫৪ বছরের কোচ এ বছর শুরুতে টিউনিশিয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আইভোরি কোস্ট, নটিংহ্যাম ফরেস্ট, কার্ডিফ সিটির মতো দলের কোচ হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে নিয়ে প্রত্যাশা ছিল একটু বেশিই। তবে গত পাঁচ মাসে সাবরির প্রশিক্ষণে পাঁচটি ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে জয় পেয়েছে টিউনিশিয়া। শুধু পারফরম্যান্স নয়, সাবরির ম্যান ম্যানেজমেন্টও ভাল নয় বলে অভিযোগ। সুইডেনের কাছে হারের পর সাজঘরের পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। অশান্তির আঁচ পৌঁছোয় হোটেলেও। বেশ কয়েক জন ফুটবলারের সঙ্গে কোচের সম্পর্ক ভাল নয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্বকাপের মাঝেই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে ফরাসি কোচকে। টিউনিশিয়ার সংবাদমাধ্যমের দাবি, বাকি বিশ্বকাপে দায়িত্ব সামলাতে পারেন সহকারী কোচ ওয়াহবি খাজরিকে। সাবরির ছেলেও টিউনিশিয়ার অন্যতম কোচিং স্টাফ। তবে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে কেউই ওয়াকিবহাল নয়। সুইডেনের কাছে হারের পর সাবরির ছেলে কয়েক জন সমর্থকের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে টিউনিশিয়ার ফুটবল কর্তারা বিরক্ত। মঙ্গলবার ফুটবল ফেডারেশনের জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেই বৈঠকের পর সাবরিকে ছাঁটাইয়ের সরকারি ঘোষণা হতে পারে।

গত বছরের আফ্রিকান কাপ অফ নেশনসে প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যায় টিউনিশিয়া। তাতে চাকরি খোয়ান তৎকালীন কোচ সামি ত্রাবেলসি। জানুয়ারিতে দায়িত্ব দেওয়া হয় সাবরিকে। বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে বেলজিয়ামের কাছেও ০-৫ ব্যবধানে হেরেছিল টিউনিশিয়া। সাবরি ছাঁটাই হলে, তিনিই হবেন এ বারের বিশ্বকাপে চাকরি হারানো প্রথম কোচ।

ভিতরে সমর্থন, বিদ্রুপও, আমেরিকায় বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে স্বদেশীয়দের রোষে তারেমিরা

বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকায় গিয়ে বিক্ষোভের মুখে ইরান দল। আমেরিকার মানুষেরা নন, বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন প্রবাসী ইরানিরাই। তাঁদের দাবি, মেহদি তারেমি, মহম্মদ মোহেবিরা ইরানের আসল প্রতিনিধি নন। হোটেলে, স্টেডিয়ামের বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল ইরানের পুরনো সূর্য এবং সিংহের প্রতীক দেওয়া পতাকা।

ইরানের ভূমিপুত্ররাই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। ফুটবলারদের 'জঙ্গি' বলা হচ্ছে। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা আগে ইরানের হোটেলের সামনে বিক্ষোভ দেখান প্রায় আড়াই শো মানুষ। তাঁরা বলেন, বিশ্বকাপ খেলতে এসেছে আয়াতোল্লা খামেইনির 'জঙ্গি' শাসনের দল। আমেরিকায় বসবাসকারী ইরানের বংশোদ্ভূতেরা বিশ্বকাপের ম্যাচকে কাজে লাগাতে পারেন, এমন আশঙ্কা ছিলই। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামিক বিপ্লবের আগে বা পরে বহু মানুষ ইরান ছেড়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। যাঁরা ইরানের বর্তমান শাসকদের তীব্র বিরোধী। মূলত তাঁরাই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।রাজনীতি এবং বিতর্ক এড়াতে ইরানের পুরনো পতাকাকে বিশ্বকাপে নিষিদ্ধ করেছে ফিফা। তা-ও সেই পতাকা নিয়ে বেশ কিছু মানুষ সোফি স্টেডিয়ামের বাইরে ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে বিক্ষোভ দেখান। ইরান ফুটবল দলকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন তাঁরা। কড়া নিরাপত্তা কারণে স্টেডিয়ামে ভিতরে ঢুকতে পারেননি বিক্ষোভকারীরা। স্টেডিয়ামের বেশ কিছুটা দূরেই তাঁদের আটকে দেন পুলিশ কর্মীরা। ফলে ইরান-নিউ জিল্যান্ড ম্যাচে প্রভাব পড়েনি। স্টেডিয়ামে ইরানের সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা-ইজরায়েলের যৌথ সামরিক হামলায় নিহত ১৬৮ জন স্কুল পড়ুয়াকে স্মরণ করেন ইরানের সমর্থকেরা। গ্যালারি থেকে বিশেষ বার্তাও দেওয়া হয়। তাঁদের বার্তা উজ্জীবিত করে ইরানের ফুটবলারদেরও। তবে ইরানের জাতীয় সঙ্গীত বাজার সময় কিছু দর্শক শব্দ করে বিদ্রুপ করেন। ফিফার নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে কয়েক জন ইরানের পুরনো পতাকা নিয়ে অবশ্য স্টেডিয়ামে ঢুকে পড়েন।হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হল দু'দলের। সিয়াটলের তীব্র গরমে খেলা দেখতে এসেছিলেন প্রায় ৬৬ হাজার ফুটবলপ্রেমী। অধিকাংশেরই প্রত্যাশা ছিল বেলজিয়ামের জয়। মহম্মদ সালাহরাও প্রস্তুত হয়েই মাঠে নেমেছিলেন। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। শুরুতে বেলজিয়ামের আধিপত্য থাকলেও সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দাপট বাড়াতে থাকে মিশর। ২০ মিনিটে সালাহ ডান দিকে বল পেয়ে দুর্দান্ত পাস বাড়ান এমাম আশুরকে। 'ডি' বক্স থেকে নেওয়া আশুরের শক্তিশালী শট জালে জড়িয়ে যায়। থিবো কুর্তোয়া চেষ্টা করেও বেলজিয়ামের পতন রুখতে পারেননি। ফলাফল ১-১।পিছিয়ে পড়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায় বেলজিয়াম। তবে দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার বাড়ায় বেলজিয়াম। মিশরের রক্ষণ ভাগের ফুটবলারেরা মাথা ঠান্ডা রেখে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যান। গোলরক্ষক মোস্তাফা শোবেইর কয়েক বার হতাশ করেন বেলজিয়ামের ফুটবলারদের। ডি ব্রুইনদের কোনও চেষ্টাই কাজে আসেনি। দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা বাধ্য হয়েই অভিজ্ঞ রোমেলু লুকাকুকে মাঠে নামান বেলজিয়ামের কোচ। লুকাকু মিশরের বক্সে চাপ বাড়াতে শুরু করেন। তাতে লাভ হয়। ৬৬ মিনিটে মহম্মদ হানির আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে বেলজিয়াম। শেষ ২০ মিনিট জয়ের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে দু'দলই। কিন্তু স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় আর গোল হয়নি। তবে এই সময় ম্যাচের উত্তেজনা পৌঁছোয় চরমে। বিতর্কে জড়িয়েছেন ইরানের ফুটবলার মহম্মদ মোহেবিও। দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল করার পর বন্দুক থেকে গুলি ছোড়ার ভঙ্গিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

ত্রিপুরার নিজস্ব বেশ কিছু গুণমান সম্পন্ন পণ্য ইতিমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমাদৃত হয়েছে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হলো ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও শক্তিশালী করে ত্রিপুরাকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। রাজ্য সরকার শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য রাজ্যে শিল্প বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে আজ আগরতলার হোটেল পোলো টাওয়ার্সে দ্বিতীয় ত্রিপুরা রিভার্স বায়ার-সেলার মিট ২০২৬-এর উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন।

আর.এ.এম.পি. বা ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন ও ত্বরান্বিত করার অঙ্গ হিসেবে বায়ার ও সেলার মিট অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ত্রিপুরার ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সম্ভাব্য ক্রেতাদের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা। যার মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ, ব্যবসায়িক অগ্রগতি, বাণিজ্যিক ভাবে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার নিজস্ব বেশ কিছু গুণমান সম্পন্ন পণ্য ইতিমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমাদৃত হয়েছে। জিআই ট্যাগপ্রাপ্ত রাজ্যের বিখ্যাত কুইন আনারস, ঐতিহ্যবাহী রিশা, এবং বাঁশ ও বেতের বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য রাজ্যের গৌরব বহন করছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ফলে বর্তমানে ত্রিপুরায় ব্যবসা ও বিনিয়োগের পরিবেশ আরও সুদৃঢ় হয়েছে। তিনি রাজ্যের বাইরে থেকে আগত ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের ত্রিপুরায় বিনিয়োগ ও স্থানীয় পণ্য সংগ্রহের মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশনের প্রধান নির্বাহী আধিকারিক তড়িৎ কান্তি চাকমা এবং তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব জেয়া রাগুল গেশন বি, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বায়ার এবং সেলার-এর সদস্যরা। আজকের এই মিটে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত ৩৫ জন ক্রেতা এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন এম.এস.এম.ই.-এর ৬৮ জন বিক্রেতা অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা কৃষিভিত্তিক পণ্য, হস্তশিল্প, বাঁশ ও বেতজাত সামগ্রী, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত পণ্য সহ বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্য প্রদর্শন ও বিপণন করেন। উল্লেখ্য, গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম ত্রিপুরা রিভার্স বায়ার-সেলার মিটে ৩০টি লেটার অব ইন্টেন্ট এবং ২টি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা রাজ্যের এম.এস.এম.ই. ক্ষেত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, আর.এ.এম.পি. কর্মসূচির আওতায় আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে রাজ্যের প্রায় ৩৬,০০০ এম.এস.এম.ই. ইউনিটকে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়া হবে। পাশাপাশি ২,৪০০ জন মডেল উদ্যোক্তা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য ব্লক ও পুরসভা স্তরে আর.এ.এম.পি. ডেস্ক চালু করা হবে। এছাড়াও আমাজন এবং জোহো-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই কর্মসূচি রাজ্যের যুবসমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা ধীমান দাস এবং প্রধানমন্ত্রীর "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে স্থান পাওয়া বিশিষ্ট কারুশিল্পী বিজয় সূত্রধর ও প্রদীপ চক্রবর্তীকে। তাঁদের হাতে ফুলের তোড়া এবং ৫,০০০ টাকার সম্মাননা চেক তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সব্যসাচী দেববর্মা।

ত্রিপুরা সারিন্দার জিআই স্বীকৃতি, রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নতুন মাইলফলক

আগরতলা, ১৬ জুনঃ ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র ত্রিপুরা সারিন্দা মর্যাদাপূর্ণ ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরও একবার জাতীয় স্তরে বিশেষ স্বীকৃতি পেল।

এই সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা একে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য গর্বের মুহূর্ত বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সারিন্দা (বাদ্যযন্ত্র)—এর জিআই স্বীকৃতি রাজ্যের অমূল্য লোকঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। একই সঙ্গে এটি ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে আরও সুদৃঢ় করবে।

মুখ্যমন্ত্রী এই স্বীকৃতি অর্জনের পেছনে অবদান রাখা কারিগর, হস্তশিল্পী ও সংগীতশিল্পীদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, তাঁদের নিষ্ঠা, দক্ষতা ও সৃজনশীল প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য এসেছে। এই স্বীকৃতি ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও সংস্কৃতিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আরও পরিচিত করে তুলবে এবং এর বিকাশের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

ত্রিপুরা সারিন্দার অন্তর্ভুক্তির ফলে বর্তমানে রাজ্যে জিআই স্বীকৃত পণ্যের সংখ্যা দাঁড়াল চারটিতে। এর আগে কুইন আনারস, ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরা রিশা ও পাছড়া (রিগনাই) এবং মাতাবাড়ি পেড়া জিআই স্বীকৃতি লাভ করেছিল।এই স্বীকৃতিগুলি ত্রিপুরার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও স্বকীয় পরিচয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আমবাসার বিরল রোগে আক্রান্ত জনজাতি সাংবাদিক মনিশ দেববর্মা কে আজ ৫০০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। আজ প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার এই অর্থ তুলে দেন আম্বাসার সাংবাদিক শ্রী দেববর্মা হাতে। সাথে ছিলেন ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পাল, খুমলুং প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রঞ্জিত দেববর্মা, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সম্পাদক সমরেশ দে। উল্লেখ করা যেতে পারে বিরল রোগে আক্রান্ত জনজাতি সাংবাদিক মানিশ দেববর্মা এর হাতের বড় ধরনের অপারেশন প্রয়োজন। সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই আর্থিক সাহায্য করেছেন। এর জন্য শ্রী সরকার তাদের অতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। এর আগেও জনজাতি সাংবাদিক মনিষ দেববর্মা কে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছিল।

আর্থিক অনটন দূর করে মানবিকতার নজির: আইএস ও বিধায়িকার উদ্যোগে কেসি গার্লসে ভর্তি হবে মেধাবী সারিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ জুন: চরম আর্থিক সংকটের অন্ধকার কাটিয়ে অবশেষে শিক্ষার আলোয় ফেরার সুযোগ পেল এক মেধাবী ছাত্রী। দুর্গাচৌমুহনী ব্লকের স্কুল পরিদর্শক জুনুরানি দেববর্মার মানবিক ও তৎপর পদক্ষেপে এক প্রকার অসম্ভবকেই সম্ভব করা গেল। আর্থিক অনটনের কারণে দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পরও যে পড়াশোনা বন্ধ হতে বসেছিল, তা দূর করে এক দরিদ্র তপশিলি জাতি পরিবারের কন্যার পড়াশোনা ও হোস্টেলে থাকার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ছোট্ট সুরমা হাই স্কুল থেকে এবার অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে মাধ্যমিক (টেন) পাস করে সারিতা গৌর নামের এক ছাত্রী। তার পিতা শিবলাল গৌর এবং মাতা দশমী গৌর দিনমজুরির সামান্য আয়ের মাধ্যমে সংসার চালান। মেয়ের পড়াশোনার ইচ্ছা থাকলেও মাধ্যমিকের পর উচ্চশিক্ষার জন্য কোনো ভালো স্কুলে ভরতি করানো বা তার খরচ বহন করা এই দরিদ্র পরিবারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর্থিক টানাপড়েনসহ বিভিন্ন পারিবারিক কারণে যখন সারিতার ভবিষ্যৎ প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, ঠিক তখনই দেবদূতের মতো পাশে এসে দাঁড়ান দুর্গাচৌমুহনীর আইএস (স্কুল পরিদর্শক) জুনুরানি দেববর্মা এবং সুরমা বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল।

মেয়েটির এই অসহায় অবস্থার কথা জানতে পেরে দুর্গাচৌমুহনীর আইএস জুনুরানি দেববর্মা অত্যন্ত মানবিকতার সাথে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে এবং ৪৬ সুরমা বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না দাস পালের সাথে যৌথভাবে আলোচনা করে সারিতার উচ্চশিক্ষার সমস্ত বাধা দূর করতে কোমর বেঁধে নামেন। তাদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই কমলপুরের স্বনামধন্য "পিএম শ্রী কেসি গার্লস স্কুলে" সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সারিতার ভরতি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, দূরবর্তী এলাকা থেকে এসে পড়াশোনা করার সুবিধার্থে ওই স্কুলের হোস্টেলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সারিতার থাকার এবং খাওয়ার সুব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। জানা গেছে, চলতি সপ্তাহের মধ্যেই সারিতা গৌর আনুষ্ঠানিকভাবে কেসি গার্লস স্কুলে ভরতি হয়ে তার নতুন শিক্ষাজীবন শুরু করতে চলেছে। এলাকার সাধারণ মানুষ এবং সচেতন মহল দুর্গাচৌমুহনীর আইএস জুনুরানি দেববর্মার এমন সংবেদনশীল ও প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন। একজন সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিক হয়েও যেভাবে তিনি তৃণমূল স্তরের এক অসহায় ছাত্রীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা সত্যিই অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। একই সাথে বিধায়িকা স্বপ্না দাস পালের এই দ্রুত ও মানবিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন সারিতার পরিবার ও ছোট্ট সুরমা এলাকার বাসিন্দারা। এই উদ্যোগের ফলে একটি মেধার অকালে ঝরে যাওয়া রোধ হলো এবং সমাজের কাছে এক ইতিবাচক বার্তা পৌঁছাল।

সাংস্কৃতিক এবং কীর্তনীয়া জগতের এক কিংবদন্তি শিবপ্রসাদ মজুমদার প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ১৬ জুন: সাংস্কৃতিক এবং কীর্তনীয়া জগতের এক কিংবদন্তি শিবপ্রসাদ মজুমদার প্রয়াত হলেন বার্ধক্য জনিত কারণে সমাজে এই ব্যক্তির ঘরে ঘরে অসংখ্য অবদান রয়েছে। প্রয়াত হন নিজস্ব বাড়িতেই রাত বারোটা-১৫ মিনিটে। উনার মৃত্যু কালে বয়স হয় ৯৮ বছর।

উনার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট পারিপার্শিক দুর -দুরন্ত থেকে আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট সমাজসেবকরা ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে বাড়িতে এসে উনাকে এক নজর স্বচক্ষে দেখেন। মৃত্যুকালে উনি রেখে যান, চার ছেলে ও দুই মেয়ে। এছাড়াও বহু আত্মীয়-স্বজন। শিবপ্রসাদ মজুমদার ছিলেন একজন এমন ব্যক্তিত্ব যা, হিংসা -বিদ্বেষ কিছুই ছিল না। অতি সহজে যে কোন ব্যক্তিকে মুচকি হাসি দিয়ে কাছে নিয়ে আসতেন।

উনি পূর্ব পাকিস্তান থেকেই অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের পূর্বে নিজ বাড়িতেই দূর দুরান্ত থেকে ছেলেদের সাংস্কৃতিক শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিতেন। তারপরে ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ সালের সময়তে সীমান্ত পেরিয়ে বর্তমানে সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কাঠালিয়া আর ডি ব্লক এলাকা উত্তর মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকান্ত পাড়ার পশ্চিমাংশের একেবারে সীমান্ত লাগাওয়া উনার বসতবাড়ি এই বাড়িতেও প্রায় সময়তে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কিছু কিছু যুবকদের নিয়ে অতীতের সংস্কৃতির প্রশিক্ষণ দিয়ে ছেলেদের গড়ে তুলেছেন। এছাড়াও না ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠান নির্মাণে উনি নিজেই উদ্যোগ নিতেন। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে গ্রামীনে এলাকার মানুষ উনাকে সহযোগিতা করতেন। যেমন, কাঠালিয়ায় বর্তমান যে রাম ঠাকুর আশ্রম রয়েছে-এই প্রতিষ্ঠানটি কাঠালিয়া গড়ে তোলার জন্য ওনারও যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল। এছাড়াও, উনার বাড়ির পাশে অর্থাৎ সুকান্ত পারার পশ্চিমাংশে একটি কালীমন্দির নির্মাণ করা হয় বিগত ১৮ বছর পূর্বে। মন্দিরটি নির্মাণে প্রয়াতর শিবপ্রসাদ মজুমদারের ঐ কান্তি প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বলা চলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই জাতীয় ব্যক্তিত্ব গ্রামীণ এলাকায় অনেকটাই বিরল! উনার মৃতদেহ সৎকার করার জন্য শত শত মানুষ দলমত নির্বিশেষে বাড়িতে এসে ভিড় জমায়, শুধু তাই নয়! কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বহু নারী-পুরুষ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ আজ আরও সুরক্ষিত, শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ আজ আরও সুরক্ষিত, শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে। দেশের আর্থিক প্রগতি সহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ডিজিট্যাল পরিষেবা ও সামাজিক সুরক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। আজ জিরানীয়া ব্লক প্রাঙ্গণে আয়োজিত জিরানীয়া ব্লক ভিত্তিক জনকল্যাণ শিবিরে উপস্থিত হয়ে একথা বলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ যেমন উন্নয়নের নতুন শিখরে পৌঁছেছে তেমনি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরাও সার্বিক উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলছে।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সুশাসন, সেবা ও জনকল্যাণের বার্তা সাধারণ জনগণের দৌরগোড়ায় পৌঁছে দিতে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক, নগর ও পুর এলাকায় এই জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল সরকারি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও পরিষেবাগুলিকে আরও সহজলভ্য করে তোলা এবং সমাজের সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

তাছাড়া বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া ব্লকের বিডিও তুষার আলম। উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রূপালী দাস, জিরানীয়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক পামেলা সাহা। শিবিরে বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়। তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তর ও কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে বীজ, উইডার, ট্র্যাকটার, মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে ছাগল এবং শূকর ছানা বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে কন্যা বিবাহ যোজনায় ১ জনকে ৫০ হাজার টাকা সহায়তা করা হয়। তাছাড়া গর্ভবতী মহিলাদের পোষণ কিট, মাতৃবন্দনা প্রকল্পে ২ জনকে ১০ হাজার টাকা করে সহায়তা, টিআরএলএম-র পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্বসহায়ক দলকে ৩১ লক্ষ টাকা ঋণের মঞ্জুরিপত্র দেওয়া হয় এবং জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতি ও পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের পক্ষ থেকে ৪৭টি সেলাই মেশিন বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ সুবিধাভোগীদের হাতে এই সমস্ত সামগ্রী তুলে দেন।

৩২ লক্ষ টাকার জলাশয় সংস্কার প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ, সরেজমিনে পরিদর্শনে মৎস্য দপ্তর

আগরতলা, ১৬ জুন : উনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনবাড়ির বলাইবাজার এলাকায় ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জলাশয় সংস্কার প্রকল্পকে ঘিরে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে সোমবার সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় দুই হেক্টর এলাকা জুড়ে জলাশয় সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ঠিকাদার নির্মল দাসের তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের কাজ চললেও সম্প্রতি স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ এই কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। পরে সিপিআই(এম)-এর একটি প্রতিনিধি দলও এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে একই ধরনের অভিযোগ সামনে আনে।

এই পরিস্থিতিতে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে সোমবার মৎস্য দপ্তরের চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এলাকায় পরিদর্শন করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন মৎস্য দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর সুজিত সরকার, উনকোটি জেলার মৎস্য আধিকারিক তারেন্দ্র দেববর্মা, দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ দাস এবং মানিক দাস। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান শেলি ভট্টাচার্যসহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা।

পরিদর্শন চলাকালীন এলাকার বাসিন্দা চন্দন রায় সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে একাধিক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাঁর দাবি, প্রকল্পের কাজে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম হয়েছে এবং বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন।

তবে অভিযোগের জবাবে মৎস্য দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর সুজিত সরকার এবং পঞ্চায়েত প্রধান শেলি ভট্টাচার্য অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রকল্পের কাজ সরকারি নির্দেশিকা মেনেই সম্পন্ন হচ্ছে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত করার উদ্দেশ্যেই এসব অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

তাঁরা আরও বলেন, "কিছু মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে উন্নয়নমূলক কাজকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। প্রকল্পের সমস্ত কাজ নিয়ম মেনেই করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ চলবে।"

এদিকে জলাশয় সংস্কার প্রকল্পকে ঘিরে ওঠা অভিযোগ ও পাল্টা দাবিকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশ নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

স্বামীর নির্যাতনের অভিযোগে পশ্চিম মহিলা থানায় মামলা, এনজিও-র সহায়তায় উদ্ধার গৃহবধূ ও সন্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: রাজধানী আগরতলার এডি নগরের এইচডি মিশন রোড এলাকায় এক গৃহবধূ দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর নির্যাতনের শিকার হওয়ার অভিযোগ তুলে পশ্চিম মহিলা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে, নির্যাতিতা গৃহবধূ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। ২০১৮ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরবর্তীতে দু'জনের মধ্যে সামাজিকভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং তিনি স্বামীর সঙ্গে আগরতলায় বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে তাঁদের একটি ছয় বছর বয়সী সন্তান রয়েছে।

গৃহবধূর অভিযোগ, বিয়ের প্রায় এক মাস পর থেকেই স্বামী তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করেন। দীর্ঘ নয় বছর ধরে তিনি নানা ধরনের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। বহুবার পরিস্থিতির পরিবর্তনের আশা করলেও নির্যাতনের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) সহায়তায় ওই গৃহবধূ ও তাঁর সন্তানকে উদ্ধার করে পশ্চিম মহিলা থানায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে তিনি অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পেশায় একজন অটোচালক। ঘটনার পর থেকে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতারের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নির্মাণ কাজে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক

সাব্রুম, ১৬ জুনঃ নির্মাণ কাজে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হলেন এক রাজমিস্ত্রি। সাব্রুম মহকুমার পশ্চিম জলেফা গ্রাম পঞ্চায়েতের গর্জনতলী এলাকায় নির্মাণাধীন একটি ভবনে কাজ করার সময় গুরুতর আহত হন এক শ্রমিক। জানা গেছে, মঙ্গলবার উঁচু ভবনে নির্মাণকাজ চলাকালীন অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান সঞ্জীব দাস। পড়ে যাওয়ার সময় একটি লোহার রড তার চোখে বিদ্ধ হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি। দুর্ঘটনার পর সহকর্মীরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তার প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। তবে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে টেপানিয়াস্থ ত্রিপুরা সুন্দরী জেলা হাসপাতাল-এ রেফার করা হয়। বর্তমানে সঞ্জীব দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকাজুড়ে উদ্বেগ ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়দের দাবি, নির্মাণকাজে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ১৮ কেজি গাঁজাসহ যুবক গ্রেপ্তার

আগরতলা, ১৬ জুন: নেশা বিরোধী অভিযানে আবারও বড় সাফল্য পেল আমতলী থানার পুলিশ ও গোয়েন্দা শাখা। মঙ্গলবার দুপুরে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ভেহিকেল চেকিং চলাকালীন এক যুবকের কাছ থেকে প্রায় ১৮ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে আমতলী থানার সাব-ইন্সপেক্টর রনব্রত ঘোষের নেতৃত্বে থানার অন্যান্য পুলিশকর্মী, গোয়েন্দা শাখার সদস্য এবং টিএসআর জওয়ানরা আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন সড়কে যানবাহন তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিলেন। সেই সময় এক যুবক দুটি ট্রলি ব্যাগ নিয়ে রেলস্টেশনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সন্দেহ হয়।

পরে গোয়েন্দা শাখার কর্মকর্তারা ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলে সদরের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফরেনসিক দলের উপস্থিতিতে দুটি ট্রলি ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে ব্যাগ দুটির ভিতর থেকে প্রায় ১৮ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়।।ধৃত যুবকের নাম রিলাক্স রিয়াং। তার বাড়ি গোমতী জেলার গর্জি তৈনানি এলাকায় বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলেই সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং অভিযুক্তকে আমতলী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এই ঘটনায় আমতলী থানার পুলিশ এনডিপিএস আইনে একটি মামলা রুজু করেছে। ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। যদিও তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

মঙ্গলবার বিকেল প্রায় তিনটা নাগাদ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আমতলী থানার ওসি ইন্সপেক্টর পরিতোষ দাস জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে ধৃত ব্যক্তি উদ্ধার হওয়া গাঁজা রেলপথে গৌহাটিতে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তিনি আরও জানান, এই ঘটনার পেছনে একটি বৃহত্তর চক্র সক্রিয় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই দিকটি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার ধৃত রিলাক্স রিয়াংকে আদালতে তোলা হবে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত করতে তদন্ত অব্যাহত থাকবে।

সামাজিক ভাতা প্রদানের দাবিতে কৈলাসহরে কংগ্রেসের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

কৈলাসহর, ১৬ জুনঃ অবিলম্বে বকেয়া সামাজিক ভাতা প্রদানের দাবিতে মঙ্গলবার কৈলাসহরের মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে জেলা কংগ্রেস। এদিন দুপুরে কৈলাসহর টাউন হল প্রাঙ্গণ থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে পৌঁছে সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন বিরজিত সিনহা, মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, রুনু মিয়া, অভিজিৎ দেবনাথ, রতন দত্ত-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বিক্ষোভ শেষে কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসক শান্তিময় দেববর্মা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি প্রদান করে।

বিক্ষোভ কর্মসূচির আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বিরজিত সিনহা অভিযোগ করেন, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-র আমলে চালু হওয়া সামাজিক ভাতা প্রকল্পের সুবিধা এখনও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ পেয়ে আসছেন। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার গত তিন মাস ধরে সামাজিক ভাতা প্রদান বন্ধ রেখেছে বলে তিনি দাবি করেন। এর ফলে বৃদ্ধ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত মহিলা, প্রতিবন্ধী ও দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বিধায়ক হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, অবিলম্বে সামাজিক ভাতা প্রদান শুরু না হলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থককে নিয়ে আগরতলায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। প্রয়োজনে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী ২৬ জুন থেকে আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব-কমিটির ব্যবস্থাপনায় শুরু হতে যাচ্ছে 'স্পোর্টস ফেস্ট ২০২৬'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: আগামী ২৬ জুন থেকে আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব-কমিটির ব্যবস্থাপনায় শুরু হতে যাচ্ছে 'স্পোর্টস ফেস্ট ২০২৬'। আজ মঙ্গলবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৬ জুন (শুক্রবার) উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেলে সাংবাদিকদের নিজেদের মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এই ম্যাচের জন্য রিপোর্টিং টাইম নির্ধারণ করা হয়েছে বিকেল সাড়ে ৫টা এবং খেলা শুরু হবে ঠিক সন্ধ্যা ৬টায়।

এর পরদিন, অর্থাৎ ২৭ জুন (শনিবার) থেকে শুরু হবে ইনডোর গেমসের আসর। এদিন বেলা আড়াইটায় রিপোর্টিং ও বিকেল ৩টা থেকে লুডো টুর্নামেন্ট শুরু হবে, যার জন্য নাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ২৪ জুন। এছাড়া ২৯ জুন (সোমবার) বেলা আড়াইটায় রিপোর্টিং ও বিকেল ৩টা থেকে দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য আগামী ২৬ জুনের মধ্যে নাম জমা দিতে হবে। আজ স্পোর্টস সাব-কমিটির এই বৈঠকে কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

স্পোর্টস ফেস্ট-এর মূল আকর্ষণ হিসেবে আগামী ১১ জুলাই ক্ষুদিরাম বসু স্কুলের মাঠে সাংবাদিকদের নিয়ে আয়োজিত হবে 'আগরতলা প্রেসক্লাব ফুটবল প্রিমিয়ার লিগ'। মোট চারটি দল নিয়ে এই টুর্নামেন্ট খেলা হবে এবং বিজয়ী দলগুলোকে আকর্ষণীয় প্রাইজমানি দেওয়া হবে। এই লিগের জন্য দল গঠনের লক্ষ্যে আগামী ৮ জুলাই সাংবাদিক খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি প্লেয়ার অকশন (খেলোয়াড় নিলাম) অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী সময়ে স্পোর্টস ফেস্ট-এর অন্যান্য ইভেন্ট যেমন চাইনিজ চেকার, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন এবং ক্রিকেটের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হবে। সবশেষে অনুষ্ঠিত হবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও। সামগ্রিক ক্রীড়া উৎসবের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে আজ এক প্রেস বিবৃতিতে তথ্যগুলো তুলে ধরেছেন স্পোর্টস সাব-কমিটির কনভেনার তথা আগরতলা প্রেসক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভিষেক দে। প্রেসক্লাবের এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 17-06-2026, 01:13